ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-186 ■ 6 April, 2026 ■ আগরতলা ৬ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২২ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃণমূলের শাসনে বিচারকরাও নিরাপদ নন ঃ প্রধানমন্ত্রী

কোচবিহার, ৫ এপ্রিল(আইএএনএস) ।। মালদহের কালিয়াচকে বিচারকদের জিম্মি করে রাখার ঘটনায় রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার কোচবিহারে নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি বলেন, এই ঘটনায় গোটা দেশ স্তম্ভিত।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, “দেশ দেখেছে কীভাবে বিচারকদের জিম্মি করে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর শাসনে বিচারকরাও নিরাপদ নন। সরকার যদি বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে?”
১৫ মার্চ ভোটের দিন ঘোষণার পর এটাই ছিল বাংলায় তাঁর প্রথম নির্বাচনী সভা। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে সুপ্রিম কোর্ট-ও এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
মোদী অভিযোগ করেন, “পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নেই, যা আক্রমণের শিকার হয়নি। নির্বাচনের পর এই সমস্ত অপরাধের হিসাব নেওয়া হবে।”
অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে এবং সেই কারণেই বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন-এর বিরোধিতা করছে।
তিনি দাবি করেন, অনুপ্রবেশের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাসে বড় পরিবর্তন ঘটেছে। বিজেপি এই অনুপ্রবেশ রুখতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।
ভোট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করবে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি রাজ্যের ভোটারদের ভয়মুক্তভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
“তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অপকর্মের চরম সীমায় পৌঁছেছে। বাংলায় এখন পরিবর্তনের দাবি জোরালো। মানুষ এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনে ক্লান্ত,”বলেন প্রধানমন্ত্রী।

পেকুয়ারজলা বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলা অভিযোগের তীর মথার দিকে

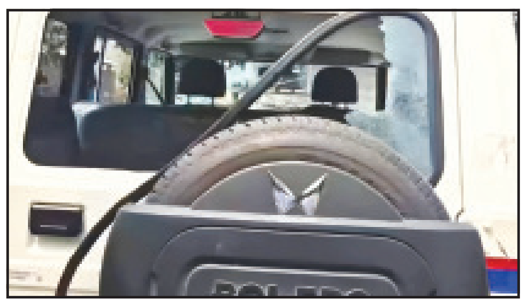

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ এপ্রিল ।। *আসন্ন এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরার পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর আসনে উত্তেজনা চরমে। রবিবার দুপুরে নবশান্তিগঞ্জ এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে হামলার মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী মজি দেববর্মা। দা, লাঠি, লোহার রড ও গুলতি নিয়ে একদল দুষ্কৃতী আচমকা আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ।*
অভিযোগের তির তিপরা মথা কর্মীদের দিকে। হামলায় গুরুতর আহত হন প্রার্থী মজি দেববর্মা সহ বেশ কয়েকজন জনজাতি কার্যকর্তা। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, টাকারজলা থানার পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলেই বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। পুলিশের তৎপরতায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান মজি দেববর্মা। এদিকে হামলাকারীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। পুলিশের একটি গাড়ি সহ অসংখ্য মোটরবাইক ভেঙে ফেলা হয়। এছাড়াও, স্থানীয় বিজেপি কার্যালয়ও গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে

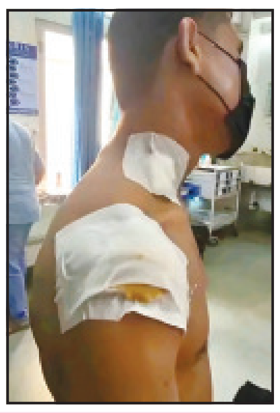

এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নির্বাচনের আগে এমন সহিংস ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মহল।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করলেন হিমন্ত, আইনি পথে স্ত্রী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল।। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তাঁর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা-কে ঘিরে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রবিবার রাজধানীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস দাবি করে, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট এবং বিদেশে ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে।
এআইসিসি-র প্রধান মুখপাত্র পবন খেরা অভিযোগ করেন, রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার কাছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা এবং মিশরের এই তিনটি দেশের “সক্রিয় পাসপোর্ট” রয়েছে। এর ফলে তাঁর নাগরিকত্বের বৈধতা এবং একাধিক পাসপোর্ট রাখার আইনগত প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও, কংগ্রেসের অভিযোগ, তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং বিদেশে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছেন, যা নিয়ে আরও প্রশ্ন উঠছে।
কংগ্রেসের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় দুবাই-সংক্রান্ত সম্পত্তির তথ্য গোপন করেছেন, যা বাধ্যতামূলক তথ্য প্রকাশের নিয়ম লঙ্ঘন। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া, এমনকি গ্রেফতার ও নির্বাচনী রাজনীতি থেকে অযোগ্য ঘোষণার দাবিও জানিয়েছে বিরোধী দল।
পাশাপাশি, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার নাগরিকত্ব এবং তাঁর কথিত বিদেশি পাসপোর্ট ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের বৈধতা খতিয়ে দেখার আর্জি জানিয়েছে কংগ্রেস।
নির্বাচন কমিশনকেও বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদেশি সম্পত্তি গোপনের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে, যা নির্বাচনী আইন অনুযায়ী অযোগ্যতার কারণ হতে পারে কি না, তা পরীক্ষা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা তাঁর দফতরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
এদিকে, কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-র তোলা অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও “কুৎসাপূর্ণ প্রচার” বলে উড়িয়ে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে যে নথিগুলি ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলি “ভুয়ো” এবং “ডিজিটাল কারসাজির ফল”।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই নথিগুলিতে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে জালিয়াতির ইঙ্গিত দেয়। তাঁর দাবি, নথিতে পদবী ভুলভাবে “শর্মা” লেখা হয়েছে, যেখানে সরকারি নথিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ চালুর দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। রাজ্যে ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ চালুর দাবিতে সরব হয়েছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ও প্রদেশ কংগ্রেস। সম্প্রতি রাজ্যের ওবিসি ভিত্তিক সাতটি সংগঠন যৌথভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও বিধায়কদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী সংরক্ষণ কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছে।
এই দাবিকে “বাস্তবোচিত” আখ্যা দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন দাবি নয়, বরং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, ওবিসি সংগঠনগুলিকে এই দাবি আদায়ে একক আন্দোলনের পরিবর্তে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সব মানুষের সক্রিয় ভূমিকার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। তারা সতর্ক করে জানিয়েছে, এ ধরনের ইস্যুতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির নাম পাল্টে হবে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সংকল্পপত্রে ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। এবার ইতিহাস তৈরি করে প্রথমবারের মতো এডিসিতে সরকার গড়তে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টি কখনো হিংসায় বিশ্বাস করে না।
এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ এডিসির সদর কার্যালয় খুমুলুংয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আয়োজিত সংকল্প পত্র প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমে একথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘লাল মথার’ মতো পার্টনারের দরকার নেই বিজেপির ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। এডিসিতে বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই সেখানে লাল মথার মতো পার্টনারের দরকার নেই ভারতীয় জনতা পার্টির। এডিসির প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত সংকল্প পত্রে মানুষের মনের কথা তুলে ধরা হয়েছে।
এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ ধলাই জেলার মাছলিতে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা প্রশ্ন তুলেন যে এই মথার কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভাব হলো? আপনারা দেখেছেন লাল টুপি লাল শার্টের কি অবস্থা ছিল গত ৩৫ বছর। আগে যেখানে যাই শুধু লাল আর লাল। এই লাল মানেই বিপজ্জনক। এই বিপজ্জনক টুপি ও শার্ট আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা দেখলাম ২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব নেন এবং ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে গঠিত হল তখন তাসের ঘরের মতো এরা উড়ে গেলো। তবে এরা কোথায় গেলো? এরা সবাই চলে গেলো মথায়। অর্থাৎ মথা হয়ে গেলো লাল মথা পার্টি। এরা কিন্তু সবাই সেই কমিউনিস্ট পার্টির। বিগত ৩৫ বছর ধরে রাজ্যে খুন সন্ত্রাস অগ্নিসংযোগ মারপিট ধর্ষণ - এসবই ছিল তাদের কালচার। মানুষকে দাবিয়ে রাখা ছিল তাদের কাজ। লাল দুর্গ থেকে ট্রেনিং নিয়ে মথায় এসে সেই একই স্টাইলে এখন অশান্তি করছে তারা। সবাই জানেন যে পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘ প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেছিল কমিউনিস্টরা। একইভাবে এখন একই কায়দায় সেখানে রাজ করছে তৃণমূল। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন আমাদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করছে ওরা। যার মধ্যে কিছুই নেই। তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বিজেপি আবার ফিরছে মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। ধর্মনগরের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আজ বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তী-র সঙ্গে ধর্মনগরের বাড়ি-বাড়ি প্রচারণায় অংশ নেন। মন্ত্রী আজ বুথ নং ৩৫ ও ৫১-এ বাড়ি-বাড়ি জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নির্বাচনী সমর্থন বাড়ানোর আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, প্রচারণার সময় স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে ধর্মনগরে বিজেপি জয়ী হবে। তিনি আরও জানান আজ আমি বুথ নং ৩৫ ও ৫১-এ বাড়ি বাড়ি প্রচারণা করেছি, অলিগলিতে প্রবেশ করে গণদেবতাদের সঙ্গে দেখা করেছি। আমাদের মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তী-র প্রতি মানুষের আস্থা এতটাই দৃঢ় যে যেন নীরবভাবে একটি বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলপিজি ঃ ডিজিটাল বুকিং, নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: ৫ এপ্রিল।। পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, হরমুজ প্রণালীর আশেপাশে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার কথা মাথায় রেখে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক সারা দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এলপিজির মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে।
মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ---
সরকার পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং নাগরিকদের অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে পেট্রোল ও ডিজেলে কেনাকাটা না করতে পাশাপাশি এলপিজির অপ্রয়োজনীয় বুকিং এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নাগরিকদের গুজব থেকে সতর্ক থাকার এবং সঠিক তথ্যের জন্য শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নাগরিকদের এলপিজি সিলিন্ডার বুকিংয়ের জন্য ডিজিটাল মোড ব্যবহার করতে এবং প্রয়োজন না হলে এলপিজি বিতরণকারীদের কাছে যাওয়া এড়াতে অনুরোধ করা হচ্ছে।নাগরিকদের যতটুকু সম্ভব পিএনজি, ইন্ডাকশন এবং বৈদ্যুতিক কুকটপের মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।বর্তমান পরিস্থিতিতে, সমস্ত নাগরিককে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে শক্তি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সত্ত্বেও, সরকার হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি ঘরোয়া এলপিজি এবং পিএনজিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

সরকার ইতিমধ্যে শোধনাগার উৎপাদন বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলে বুকিং ব্যবধান ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং সরবরাহের জন্য অগ্রাধিকার খাত সহ সরবরাহ ও চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই বেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৬ এপ্রিল , ২০২৬ ইং
২২ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

যুদ্ধের আঁচ

যুদ্ধের আঁচ যখন লাগে, তখন তাহার উত্তাপ সবচেয়ে বেশি টের পায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বড়লোকদের উদ্বৃত্ত থাকে আর দরিদ্রদের জন্য অনেক সময় সরকারি সাহায্যের হাত থাকে, কিন্তু মধ্যবিত্তরা থাকে এক অদ্ভুত টানাপোড়েনে।যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িলে তাহার চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয়। পরিবহণ খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় চাল, ডাল থেকে শুরু করিয়া কাঁচাবাজারসবকিছুর দাম হু হু করিয়া বাড়ে। মধ্যবিত্তের নির্দিষ্ট আয়ের বিপরীতে বাজারের এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যয় মেলাইতে গিয়া হিমশিম খাইতে হয়।যে টাকাটা ভবিষ্যতের জন্য জমানোর কথা ছিল , যুদ্ধের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাইতেই সেই সঞ্চয় ভাঙিয়া ফেলিতে হয়। অর্থাৎ, বর্তমান সামাল দিতে গিয়ে মধ্যবিত্ত তাহার ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলিয়া দেয়।যুদ্ধ মানেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অস্থিরতা। ডলারের দাম বাড়িয়া গেলে ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ বা আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়া যায়। কেবল আর্থিক নয়, যুদ্ধের খবর আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মধ্যবিত্তের মনে এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতা তৈরি করে। সঞ্চয় ফুরাইয়া যাওয়ার ভয় আর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার দুশ্চিন্তা তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। যুদ্ধের ময়দান থেকে হাজার মাইল দূরে থাকিলেও, মধ্যবিত্তের রান্নাঘর আর মানিব্যাগ সেই যুদ্ধের নিঃশব্দ বলি হয়। আয়ের পাল্লা যখন ব্যয়ের ভারে নুইয়ে পড়ে, তখন ”মধ্যবিত্ত” পরিচয়টাই সবচেয়ে বড় বোঝা হইয়া দাঁড়ায়।

যুদ্ধের দামামা আসলে কেবল রণাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর প্রথম ধাক্কা আসিয়া লাগে সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে আর মানিব্যাগে। বর্তমানে বৈশ্বিক অস্থিরতা যেভাবে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস তুলিতেছে, তাহার পেছনে কয়েকটি বড় কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধ মানেই অপরিশোধিত তেলের বাজারে অস্থিরতা। আর তেলের দাম বাড়িলে পরিবহন খরচ বাড়িয়া যায়, যাহার সরাসরি প্রভাব পড়ে চাল-ডাল থেকে শুরু করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের ওপর।ইউক্রেন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো বিশ্বের বড় একটি অংশের গম, ভুট্টা এবং সূর্যমুখী তেলের জোগান দেয়। যুদ্ধ এই সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত করায় আটা বা তেলের দাম আকাশচুম্বী হইতেছে।যুদ্ধের কারণে অনেক দেশের মুদ্রার মান ডলারের বিপরীতে কমিয়া যায়। ফলে আমদানিকৃত পণ্যের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়, যাহা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া দেয়।বাজারের অস্থিরতার কারণে দ্রব্যমূল্য যখন আয়ের চেয়ে দ্রুত বাড়ে, তখন মানুষ তার সঞ্চয় ভাঙিতে বাধ্য হয়। ফলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বা বিনোদনসবকিছুতেই কাটছাঁট করিতে হয়।নিম্নবিত্তদের জন্য মাঝেমধ্যে সরকারি ভর্তুকি বা টিসিবির মতো সুবিধা থাকে, আর উচ্চবিত্তদের কাছে বাড়তি খরচ খুব একটা গায়ে লাগে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত না পারে লাইনে দাঁড়াইয়া সাহায্য নিতে, না পারে বাড়তি খরচের বোঝা অনায়াসে সইতে। তাহারা কেবল নিঃশব্দে নিজেদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া মানাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করে।যুদ্ধের ময়দান থেকে হাজার মাইল দূরে বসেও আমরা যখন এক লিটার তেল বা এক কেজি চাল বেশি দামে কিনি, তখন পরোক্ষভাবে আমরা সেই যুদ্ধেরই মাসুল গুনছি।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন। যাহার আঁচ সরাসরি আসিয়া পড়িয়াছে তেলের বাজারে। এরই মধ্যে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়াছে অটো গ্যাসের দাম। কার্যকর হইয়াছে নতুন দাম। তেল বিপণন সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের মতে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে শহরের ডিসপেন্সিং স্টেশনগুলিতে অটো এলপিজি-র গড় বিক্রি ছিল প্রতিদিন প্রায় ১০.৭ টন। কিন্তু চলতি সপ্তাহের শুরুতে মূল্য সংশোধনের পর বিক্রি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথ্য বলছে যে ১১ মার্চ অটো এলপিজির বিক্রি বাড়িয়া ৩৫.৭ টনে পৌঁছিয়াছে, যাহা আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি।

'কুৎসাপূর্ণ প্রচার', পবন খেরার অভিযোগ খারিজ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৫ এপ্রিল(আইএএনএস) : কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-র তোলা অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও "কুৎসাপূর্ণ প্রচার" বলে উড়িয়ে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে যে নথিগুলি ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলি "ভুয়ো" এবং "ডিজিটাল কারসাজির ফল"।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই নথিগুলিতে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে জালিয়াতির ইঙ্গিত দেয়। তাঁর দাবি, নথিতে পদবী ভুলভাবে "শর্মা" লেখা হয়েছে, যেখানে সরকারি নথিতে "শর্মা" ব্যবহৃত হয়এ থেকেই সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, ব্যবহৃত ছবিটি বায়োমেট্রিক নয়, বরং সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন ছবি বলে মনে হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পরিচয়পত্র সংক্রান্ত তথ্যে জন্মসালের সঙ্গে নম্বরের মিল নেই বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডার কথিত পাসপোর্টের ক্ষেত্রে মুদ্রিত মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও মেশিন-রিডেবল জোন (এমআরজেড)-এর মধ্যে অমিল রয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে মিশরের পাসপোর্টেও বানান ভুল ও তথ্যগত অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেন তিনি।

এছাড়া একটি জমির দলিলের কিউআর কোডও কোনও বৈধ তথ্য দেখাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, "এই সব অসঙ্গতি স্পষ্ট করে যে নথিগুলি জাল বা ডিজিটালভাবে বিকৃত করা হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সত্যের জয় হবেই" এবং যারা ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, পবন খেরার "মিথ্যা প্রচার" খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং এর জন্য তাঁকে আইনি পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে পবন খেরা অভিযোগ করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা-র একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে এবং বিদেশে সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা হয়েছে। এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

'শিবজ্ঞানই জীব সেবা'

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সানিধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের একটি গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা যেখানে প্রত্যেকটি জীবকে ঈশ্বরের অংশ হিসাবে করুনার পরিবর্তে পুজার মানসিকতা নিয়ে সেবা করে যাওয়া। প্রতিটি জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা বা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে পাওয়া ও সেবা করা।

"শিবজ্ঞান" যেখানে শিব মানে ঈশ্বর সত্য সুন্দর ও পবিত্র রূপে পরম সত্তা।

জীব চারপাশে দুঃখী বা অভাবী জীবকে বাংরুনার চোখে না দেখে তাকেই স্বয়ং ঈশ্বর (শিব) হিসাবে সেবা প্রতিনিয়ত করেন জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। সামাজিক সেবা অথবা পূজাকেই ঈশ্বরের উপাসনা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। যা জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য মানে মানুষের সেবা অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করা। এই কোন মানবিক দয়া নয় বরং ঐশ্বরিক সভা উপলব্দি সহ ভক্তিসহাকরে সেবা করে যাওয়া। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন পৃথিবীতে সকল জীবেরিং মানবিক মুখ্য সমান, আর তাই শিবজ্ঞানে জীব সেবা কর এই জীব সেবাই হলো শিব সেবা।

গুরুগণের মতে সেবা চারপ্রকার হয়ে থাকে। এক সম্পদের সাথে দুই দেহের সাথে, তিন মনের সাথে, চার আত্মার সাথে। প্রথম তিনটি হলো প্রকৃত সেবার মাধ্যমে, যাহা আত্মাকে ভেতরের শব্দের সাথে যুক্ত করে। পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন জ্ঞান মতে মুলতঃ জীবই শিব। এই কনসেপ্ট এর উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করাই প্রকৃত ভক্তি ও মোক্ষলাভের পথ। যেখানে কোন থাকবে না অহংবোধ। শুদু কর্তব্যবোধ দ্বারা আত্ম উপলব্দি করা। কোন জীবকে যেকোন ভাবে কষ্ট দেওয়া বা অবহেলা করা মানে স্বয়ং শিবকে অসম্মান করা।

'শিব জ্ঞানই জীব সেবা" এই মন্ত্রটি একটি জীবন দর্শন যা মানবিক বোধে ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসাবে দেখার শিক্ষা।

এই গভীর ভাবনার প্রবক্তা স্বয়ং শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। যিনি প্রতিটি জীবের মধ্যেই শিবকে দেখার কথা বলেছেন এবং এই আদর্শকে স্বামী বিবেকানন্দই তার কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেখানে "শিবজ্ঞানে জীব সেবা" ছিল স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র দর্শন অনুযায়ী প্রতিটি জীবই তা, মানুষই হোক বা কোন প্রাণীই তার মধ্যে সর্বদাই পরমসত্তা "শিব" বিরাজমান। কোন প্রকার প্রতিদানের কথা মাথায় না রেখে নিঃস্বার্থ ভাবে যেখানে সেবাকারী ও সেবা প্রান্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মুছে দেয়া যায়। ইহা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান মানবিক মূল্যকে স্বীকৃতি দেয়। মনের সংকীর্ন গন্ডিথেকে বেড়িয়ে এসে বৃহত্তর মানবজাতির কল্যানে কর্ম করতে অনুপ্রাণীত করে। রোগীর সেবা, অভাবীকে সাহায্য ও ক্ষুদার্থদের অন্নদান এসবই শিব সেবার অঙ্গ। প্রকৃতিকে রক্ষা করা, জীবের প্রতি দয়া ভালোবাসা প্রদর্শন করা, এই দর্শনের অন্তভূক্ত। সমাজের পিছিয়ে পরা শ্রেণীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করা। মূল কথা হলো, ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্দি করতে হলে মন্দির বিগ্রহ, মসজিদ, গীর্জা উপাসনার পাশাপাশি প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে নিতে হবে এবং সেবা করতে হবে। এই কর্তব্যের মাধ্যমেই মানুষ পরমাত্মার সাথে একাত্ম হতে পারে। এটি শুদু একটি আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নয় বরং একটি সক্রিয় কর্মধারা যা সমাজকে সুন্দর ও উন্নত করে তোলে।

স্বামীজী বলেছেন 'বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি কোথা খুঁজেছি ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

জীবে সেবা করলে মনে প্রসারতা বাড়ে। সেবার মধ্যে দিয়ে একা আলাদা উপলব্ধীর জন্ম হয় মনে। মানুষ, সাধানার মাধ্যমেই নিজের চৈতন্যকে জাগ্রত করতে পারে। তাই সর্বাগ্রে মানব সেবার কাজটিই করা উচিত প্রত্যেকের। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ, শক্তি আর সাহসই ধর্মের চাবিকাঠি। দুর্বলতা, কাপুরুষতাই পাপ, অপরকে ভালোবেসে কাছে টেনে নেওয়া ধর্ম। ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দেয়া পাপ। নিজ আত্মাকে বিশ্বাসই ধর্ম। সন্দেহেই পাপ। তাইতো স্বামীজী বলেগেছেন যে 'নবরূপী ভগবান এমন খাঁদে পড়েননি যে' তাঁকে দয়া করবো, বরং তার সেবা ও পূজা করবো ও ধন্য হবো। স্বামীজী সুজান ও স্বজন তৈরীর কথা বলেছেন। মানুষের পাশে দড়িয়ে শিবজ্ঞানে প্রতিনিয়ত জীব সেবার কথা বলেছেন। প্রতিটি জীবই নিজেই দেবত্ব। তাই অনবরত জীব সেবার মাধ্যমে শিব সেবা সম্পন্ন হয় এবং এই অর্থে 'শিবজ্ঞানই জীব সেবা' আর এতে করেই দেবত্বলাভ করা যায়।

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

গৌতম অধিকারী

গত সংখ্যার পর ---(বিমানে বিমানে আলোকের গানে, বিমান মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার)। শুধু পোশাকে-আশাকে নয়, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বৈষ্ণবের আচার তিনি রক্ষা করছেন, এমন সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। রণজিৎ সিংহ তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার কথায় লিখেছেন, "আমাদের দেখে তিনি বাইরে এলেন। মনে হল তাঁর বয়েস ৭০-এর কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গলায় তুলসির মালা। অনন্তবালাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা আর কৃতার্থতার বোধে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। পরক্ষণেই বুঝলাম ভুল করেছি। বৈষ্ণবরা কাউকে পা ছুঁতে দেন না। অনন্তবালাও সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ছুঁতে চাইলেন। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।" এই জীবনদর্শন তাঁর চিরসঙ্গী বলেই পল্লীগীতি গাইতে গিয়ে 'ওরে নিমাই, কোন দোষেতে গেলিরে ছেড়ে'-র মতো গানে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন চিরায়ত মাতৃহৃদয়ের হাহাকার।

ভাটিবাংলার ভাটিয়ালী গান পারিবারিক ও স্থানিক উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন অনন্তবালা। 'একদিন দেখেছি যারে' কিংবা 'মনের পিপাসায় যত কাঁদব' স্বাভাবিক ভাটিয়ালী হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু ভাটিয়ালী সুরে তাঁর যে দুটো গান একদা গোটা বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছিল, তার একটি 'নিমাই দাঁড়ারে, দেখিব তোমারে রে' অপরটি 'যশোদে, মা তোর কৃষ্ণধনরে দে মা গোষ্ঠে নিয়ে যাই।' ভাটিয়ালী সুরে এখানেও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ। আর ভাষার উচ্চারণে ভাটিবাংলার মাটির গন্ধ লেগে আছে। পূর্ব-গোষ্ঠের সখ্যরসের গানটি কোনো শ্রোতা নিবিড়ভাবে গানটি শুনলে অনন্তবালার আঞ্চলিক উচ্চারণগুলোর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করতে পারবেন। অনন্তবালা গাইছেন 'সব রাখালে গিছে চলে'-এখানে 'গিছে' উচ্চারণটি কিংবা 'হায় মণিগণের দ্বারে দ্বারে'-তে 'মুণি' নয় 'মণি' উচ্চারণ ভাটিবাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে মাটিলগ্ন। কিংবা পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ- রীতি মেনে 'কে' নয় 'রে' বিভক্তির ব্যবহার- 'সে ফল আমরা না খাই কানাইরে খাওয়াই'। তার বিভিন্ন গানেই এই প্রবণতা ছড়িয়ে রয়েছে। 'গ্রাম্যগীতি' কিংবা 'গ্রাম্যসঙ্গীত' উল্লেখ করে সবচেয়ে বেশি গান অনন্তবালা গেয়েছেন। গ্রামীণ জীবনে মানব-মানবীর প্রেম-বিরহ-মিলন, আনন্দ-বেদনা এসবের উপজীব্য। এমনকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুষঙ্গে রচিত গানেও তো মানবিক প্রণয়ের বেদনা বাঙালি উপেক্ষা করতে পারেনি কখনও। অনন্তবালা গেয়েছেন "কালা আমায় পাগল কইরাছে রে ঘরে রই কেমনে?" আবার এই গ্রামগীতির মধ্যে একধরনের দার্শনিক উপলব্ধির গানও গাওয়ানো হয়েছে তাঁকে দিয়ে এবং সসম্মানে তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন।

এমন একটি গান
'ঘরে বাইরে সুহৃদ না থাকিলে রে
ও তার মনের দুঃখ হয় না
নিবারণ।
ও তার না জোটে পিরিত,
ঘটে সকল বিপরীত,
মাঝে চলে বিচ্ছেদ দুঃশাসন।।'

কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে অনন্তবালার গাওয়া ইসলামী গানের রেকর্ড-প্রসঙ্গ। বাংলাভাষায় ইসলামী গানের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের মনের মধ্যে দুজন মানুষের নাম প্রায় অনিবার্যভাবে ভেসে ওঠে আব্বাসউদ্দিন ও নজরুল ইসলাম। ইসলামী গানের এই জগতে তৃতীয় স্মরণীয় নামটি অবশ্যই অনন্তবালা বৈষ্ণবী। মহিলা শিল্পী হিসেবে তিনিই প্রথম ইসলামী গানের রেকর্ড করেন ১৯৩৮-এই, প্রথম গানটির শুরু ছিল এরকম 'হল রে দোজাহান উজালা'। এর পর একে একে গেয়েছেন 'মুর্শিদ প্রেমের পাকা রঙে', 'আহারে খোদার বান্দা' প্রভৃতি প্রায় চব্বিশটি গান। মুসলিম সমাজ যখন গান শুনলেই কানে তুলো লাগানোর মতো আচরণ করছে, তখন একজন হিন্দু-বৈষ্ণবীর স্বনামে (অনেক হিন্দু শিল্পী মুসলমান নামে ইসলামী গান গাইতেন) গাওয়া ইসলামী গান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে, এটা বিস্ময়কর বটেই। এসব গানের মধ্যে জনপ্রিয়তায় সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল 'ধনি প্রেম করতে পারবি কি তোরা' (জে এন জি ৫০৫৩)। জানা যায় দুদিনে পাঁচশো রেকর্ড বিক্রি হয়ে যায়।

গানের কথাগুলো ছিল এরকম
"ধনি, প্রেম করতে কি পারবি
তোরা
আমার নূরনবী জগতের পতি,
প্রেমেতে সে হলকরা।
প্রেমের তত্ত্ব জেনে নবী ধরে
আনে চৌদ্দ বিবি
টের পায় না মুনশী মৌলবী জনরা।।

গানটি নিয়ে বিতর্ক হয়। গানটিতে 'চৌদ্দ বিবি' শব্দের ব্যবহার ঠিক নয়। ওখানে 'এগারো বিবি' শব্দবন্ধ চলতে পারে এরকম একটা দাবি তিনি উত্থাপন করালেন কুষ্টিয়ার একজন মাওলানা। সেই অনুযায়ী নতুন রেকর্ড তৈরির কথা ভাবা হলেও কুষ্টিয়া আদালতে মাওলানা সাহেব অভিযোগ করেন। অভিযোগ ছিল দুটো 'চৌদ্দ বিবি' যথার্থ প্রয়োগ নয় এবং এটা ইসলাম-বিরোধী। দাবি ছিল হিন্দুর মেয়ে ইসলামী গান গাইতে পারবে না। এক বছর মামলা চলে, কোম্পানি হেরে যায়, পুলিশ রেকর্ডগুলো ভেঙে দিয়ে যায়। মানসিকভাবে জীতেন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার যেমন তেমনই অনন্তবালাও ভেঙে পড়েন। শোনা যায়, অনন্তবালা পনেরোদিন বিছানা থেকে ওঠেননি। এই কারণে আর দুজন মানুষ আঘাত পেয়েছিলেন, তাঁদের একজন মঙ্গল ফকির, গানের রচয়িতা ও অনন্তবালার পিতৃপ্রতিম। আর একজন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। একাধিকবার অনন্তবালার কাছে তিনি ক্ষোভ ও অনুতাপের কথা জানিয়েছেন। তবে এই ঘটনার পেছনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটা একজন কবি ও মেগাফোনের মালিকের অহংবোধের লড়াই।

অনন্তবালা গানের শিল্পী ছিলেন, গানের কথা বা বাণীর লেখিকা ছিলেন না, এমনটাই প্রচলিত ধারণা। তিনি গান গেয়েছেন মঙ্গল ফকির, ভবানী দাস, ঈশান দাস, প্রমুখের কথা বা বাণীতে। এসব গানের একটা বড়ো অংশ সুর করেছেন ও তাঁকে শিখিয়েছেন পরেশ দেব। গেয়েছেন ভবানী দাসের সুরেও। স্বয়ং নজরুল ইসলামের কথা, সুর ও তাঁর তত্ত্বাবধানে অনন্তবালা অন্তত দুটি গান গেয়েছিলেন জানা গেছে। এগুলোর একটি হলো "খোদার রহম চাহ যদি নবীজীরে ধর। নবীজীরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।" ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গানটির প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তবে কিন্তু কিছু গান যে তিনি নিজেও লিখেছিলেন, এমন তথ্যের একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে রণজিৎ সিংহের একটি রচনায়। ১৯৬৯-এর ২৬ জুন খালেদ চৌধুরী, অধ্যাপক সৌম্য চক্রবর্তী আর রণজিৎ সিংহ কৃষ্ণনগরে দেখা করেছিলেন অনন্তবালার সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে রণজিৎ সিংহ লিখেছেন, "অনন্তবালা গানও রচনা করেছেন। তাঁর রেকর্ডের কিছু কিছু গানে 'অনন্ত তাই ভেবে বলে' বা 'অনন্ত ভেবে বলে' ভণিতা শোনা যায়।" (মাটির সুরের খোঁজে, অনন্তবালা, প্রতিক্ষণ)।

সাধারণ লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ যে তিনি গ্রামের বাড়িতে পেলেও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্বাসউদ্দিন বা শচীন দেববর্মণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ অনন্তবালা পাননি। তাছাড়া ওঁদের মতো আর্থিক সঙ্গতির সুযোগ ছিল না অনন্তবালার জীবনে। শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর আর্থিক দীনতা কেটেছিল, এটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু বেহিসেবি খরচ, দান-ধ্যানে সে অর্থ সঞ্চয় করবার মানসিকতা তাঁর কতটা ছিল, এ প্রসঙ্গে সংশয় জাগে। এতদসত্ত্বেও বাংলা লোকসংগীতের জগতে অনন্তবালা ছিলেন আপন মহিমায় উজ্জ্বল। কমলা ঝরিয়ার মতো শিল্পী 'অনন্তদি'-র কথায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সাক্ষাৎকারে আঙুরবালা বলেছিলেন, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর ভাটিয়ালী-পল্লগীতি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন অনন্তবালার গুণমুগ্ধ শ্রোতা, যিনি বিমান মুখোপাধ্যায়কে অনন্তবালার গান বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, একথা জানিয়েছেন স্বয়ং বিমানবাবু। সেই অনন্তবালা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন মূলত দেশভাগ-জনিত কারণেই। দেশভাগের আগে বরিশালের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু ছিল তা একবারে চুকেবুকে গেল। অনন্তবালা প্রথমে ঠাঁই নিলেন নদিয়ার বেতাই নামক স্থানে একটি উদ্বাস্তু কলোনিতে। তারপর কৃষ্ণনগর রোড স্টেশনের কাছে গড়ে তুললেন ছোট্ট আবাস, তৈরি করেছিলেন তাঁর আরাধ্য রাধামাধবের মন্দির। পূর্ববাংলার বিপুল শ্রোতার কাছে তাঁর গান পৌঁছনোর পথ বন্ধ। ফলে রেকর্ডের গানে ভাটিয়ালীতে তখন ভাঁটার টান। বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে গানকেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন তিনি। আকাশবাণীর একটানা সাত বছরের শিল্পী গিয়েছিলেন গান গাইতে আকাশবাণীতে আর একবার। কিন্তু নতুন করে অডিশন দেবার কথা বলতেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। ভেতরে হয়তো গুমরে কাঁদছিল অভিমান, কার কাছে দেবেন তিনি ভাটিয়ালীর পরীক্ষা?

কিন্তু ১৯৬৯-এর সময়কালের বারো-তেরো বছর আগে থেকেই 'কোম্পানি আর কোনো টাকা-পয়সা দেয় না। দশ-বারোখানা রেকর্ডের স্বত্বও আছে তাঁর, রয়্যালিটি পাওয়ার কথা। তাও আর পান না।' এই বাস্তবতাকে ভবিতব্য করে কিছু ভক্ত-অনুরাগীদের সাহায্যে অনন্তবালা বেঁচেছিলেন বাংলা ১৩৮৫-র আষাঢ় মাস পর্যন্ত। ইংরেজি ১৯৮৮ সালে তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু কত তারিখে সেই নির্দিষ্ট দিনের সন্ধানটাও অজানা রয়ে গেছে। সময়ের সংকট শিল্পীকেই শুধু গ্রাস করেনি, গ্রাস করেছে শিল্পকেও। আমাদের মনে পড়ে যায় বিজন ভট্টাচার্যের 'রাণীপালঙ্ক' উপন্যাসের যুগীবর সূত্রধরকে। দেশভাগের আগে যে মানুষটি শিল্পীর অহমিকা নিয়ে রাণীপালঙ্ক তৈরি করত, দেশভাগের পরে সেই যুগীবরের শিল্পীসত্তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ খাট বা খাটিয়া তৈরিতে। শুধু শিল্পী নয়, দেশভাগ শিল্পকেও করেছে উদ্বাস্তু। অনন্তবালার অনন্ত যাত্রাপথের বিষাদছায়ায় কি উদ্বাস্তু শিল্পটিও আমাদের একবিংশের বন্ধ্যাদশার কাছে পরাজিত হয়নি?

দিনে দিনে
জীবন ওঠে মাতি'.

শুধু অনন্তের পথে নয়, পথমাত্রই কবির চিত্তকে চঞ্চল করে। পথিক কবির অতীতের প্রতি মায়া নেই। ভবিষ্যতের আশা তিনি রাখেন না শেলীর স্কাইলার্কের মত বর্তমান তাঁর উপভোগ্য। অনন্ত পথের পরিব্রাজক কবির পরম বন্ধু যেন পথ। কবি একলা সেই অজানা পথের যাত্রী। চলার পথেই তিনি মাতিয়ে চলেছেন। কবি বলেছেন, 'গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশায় পথ চাহিয়া থাকে।' পথবিলাসী কবি তাই পথের ধর্মই লাভ করেছেন জীবন পথে চলতে চলতে। পথের বাণীকে তিনি রাজপথের রূপ দিয়েছেন। কবির জীবনে অজানার জন্য অসীম ব্যাকুলতা নিত্যনতুন সাধনাতে নিত্যনতুন ব্যথা। গৃহের চেয়ে পথই তাঁর আপনার। কবির জীবনে অবিরাম যাত্রা অজানার উদ্দেশে। অজানা কবিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পথের শেষে কী আছে তা তিনি জানেন না তিনি পথ চলার মধ্যেই আনন্দ পান নিত্যই হাতে হাতে পথে পথেই সেই আনন্দ। এই আনন্দই তাঁর পাথেয়, এই আনন্দই তাঁকে অগ্রগমনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে।

কবি বলেছেন
'পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দুহাত মেলি
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য
নেওয়া তাই।'

আসলে তৃষ্ণা অসীম। তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য প্রার্থনার অন্ত নেই প্রাপ্তিরও সীমা নেই। অনিশ্চিতকে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে আত্মমগ্নতা থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতেই হয়। নিজের 'আমিত্ব'কে বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বিস্ময়বোধ একটি বিশেষ অনুঘটকের কাজ করে। যে কোনও কবি-শিল্পীর মধ্যেই এই বিস্ময়বোধ থাকে, কিন্তু তার পাশাপাশি যেখানে তিনি একজন ব্যক্তি মানুষমাত্র সেখানে তাঁর আমিত্বের আত্মকেন্দ্রিকতাও থেকে যায়। সেখানেই তিনি অন্য অকবির মতো নিশ্চিত আশ্রয় খোঁজেন না। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিচিত্র পৃথিবীর পানে তাকিয়ে তাঁর বিস্ময়, সমর্পণ তাই সত্যি। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রেম এক শক্তিশালী শক্তি যা সৃষ্টির উৎস এবং এর মাধ্যমেই মানুষ তার আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। আসলে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আত্মার অমরত্ব একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রকৃতি ও মানবতাবাদী চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রেমের মাধ্যমে আত্মার পূর্ণতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অর্জনের মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'আধ্যাত্মিক সাধনা' অরূপের সাধনা। সাধকরা বস্তু পৃথিবীর বাইরে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুসন্ধান করেন সেই সাধনায়। 'আধ্যাত্মিকতা' আমাদের চেতনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে তাঁর আনন্দরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী কিংবা সাধক ছিলেন না। তিনি সুফিধারাসহ অন্য মরমিয়াদের মতো অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্নও হননি। তিনি ছিলেন কবি। তবে তাঁর সমগ্র চেতনার মধ্যে একটা নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতি ছিল সেই অনুভূতিই তাঁর শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর খেয়া- গীতাঞ্জলি- গীতিমাল্য- গীতালি কাব্য এবং অন্যান্য রচনায় আধ্যাত্মচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। কবির আধ্যাত্মসাধনা নিঃসন্দেহে সর্বজনীন চেতনা দ্বারা পরিশুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে, আত্মা এক অবিরাম যাত্রা, যা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রমবিকাশের পথে চলে। তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, তবে তা জাগতিক ধারণার বাইরে, এক অসীম সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া। তাঁর মতে, মানুষের জীবন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আত্মা ক্রমাগত বিকশিত হয় এবং প্রকৃতির বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আত্মা শরীর ত্যাগের পরেও ধ্বংস হয় না, বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয় না, বরং বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। আত্মার পূর্ণতা জাগতিক বস্তু বা খ্যাতিতে নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি ও প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন এবং মানুষের জীবনকে প্রকৃতির বৃহত্তর ধারার সঙ্গে যুক্ত মনে করতেন। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন করা এবং তার সৌন্দর্য ও রহস্য উপলব্ধি করা আত্মার বিকাশে সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানবতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি মনে করতেন, মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ঘটে এবং এটিই আত্মার পূর্ণতার পথ।

উপনিষদের ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র, কি কবিতায়, কি গল্পে। আবার গানের ছত্রে ছত্রে দুরন্ত বহতা নদীর মতো প্রবাহমান। উদাহরণস্বরূপ, গীতাঞ্জলি কাব্যে তিনি লিখেছেন: 'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা'। এটি ঔপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, শাশ্বতই একমাত্র আশ্রয়। ভারতে মায়া গানটিতে তিনি গেয়েছেন 'হে মা, বিশ্ব তোমার দেহ'। কিংবা 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'। এটি ঔপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, মহাবিশ্ব ব্রহ্মের একটি প্রকাশ। ব্রহ্ম হল চরম বাস্তবতা, সর্বব্যাপী, মহাবিশ্বের চিরন্তন সারমর্ম। এটি সমস্ত অস্তিত্ব এবং জ্ঞানের উৎস। উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় এবং অবিনশ্বর, সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করেও তাদের বাইরেও রয়েছে। ব্রহ্ম হল অপরিবর্তনীয় নীতি, যা অভূতপূর্ব জগতের অন্তর্গত। ঔপনিষদিক চিন্তাবিদদের জন্য, এই জ্ঞান হল প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ রূপ, কারণ এটি উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে, আত্মা স্বতন্ত্র, অবিভাজ্য বাস্তবতার অংশ। বাড়িতে ব্যক্তিগত শিক্ষকদের দ্বারা, ঠাকুর ব্রিটিশ উদারনীতির নতুন ধারণাগুলির সঙ্গেও উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, যা ধীরে ধীরে ভারতের সমাজ ধারণ করতে শুরু করেছিল। এই আদর্শের সংমিশ্রণটি তাঁর লেখায় একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল পরবর্তী সময়ে। তিনি উপনিষদের আরেকটি চরম সত্য দার্শনিক ধারণা 'আত্মা'র দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তাদের অভ্যন্তরের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে এবং এই সংযোগ শান্তি এবং সুখ আনতে পারে। তিনি এই ধারণাটিকে তাঁর লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর অনেক কাজই মানুষ এবং তাদের অন্তর্নিহিত চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তৈরি। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল। তিনি মানব প্রকৃতির আধ্যাত্মিক দিকটি অন্বেষণ করার জন্য তাদের শিক্ষার উপর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা চিরন্তন এবং আমাদের প্রকৃত প্রকৃতি হল ঐশ্বরিক। রবীন্দ্রনাথ এই দর্শন ব্যবহার করেছিলেন মানুষের হৃদয়ের গভীরতম গভীরতা অন্বেষণ করতে এবং সমস্ত মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে উদ্যাপন করতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজস্ব একটি দার্শনিক ভাবধারা বিকাশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যা উপাদানের চেয়ে আধ্যাত্মিকতাকে বেশি মূল্য দেয়। ঔপনিষদিক ধারণাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখার সর্বত্র দেখা গেলেও তাঁর কবিতায় তিনি মানব আত্মার আধ্যাত্মিক যাত্রার বর্ণনা করেছেন। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বচ্ছতা সেনানী সম্মান — ২০২৬ অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন

আগরতলা, ৫ এপ্রিল। সমাজের নীরব নায়ক সাফাই কর্মীদের সম্মান জানাতে আয়োজিত "স্বচ্ছতা সেনানী সম্মান — ২০২৬" অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত সকল নিষ্ঠার সঙ্গে পালনকালী সাফাই কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের আয়োজক Medical Astrology Research Fraternityé-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাফাই কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের এই নিরলস পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধকে সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল দেব,এন,বি,আর, সি ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান দিলিপ দেব,সংগঠনের সম্পাদক ডঃ সোমা চৌধুরি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সাফাই কর্মীদের কাজের প্রশংসা করে বলেন, তাঁদের অবদানই একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেয় এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হওয়ায় আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী এবং সহযোগীদের সহ সাংবাদিকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সম্মানপ্রাপ্ত সকল সাফাই কর্মীদের জানানো হয়েছে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

পদ্মপুর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্লাবফুট ক্লিনিকে তিন শিশুর ক্লাবফুট চিকিৎসা

আগরতলা,৫ এপ্রিল: জন্মগত ত্রুটিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাঁকা পা বা 'ক্লাবফুট' ক্লিনিকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উত্তর জেলার পদ্মপুর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মোবাইল হেলথ টিমের উদ্যোগে গত ১ এপ্রিল ২০২৬ এক ক্লাবফুট ক্লিনিকে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ক্লাবফুট ক্লিনিকে স্বাস্থ্যকর্মীরা তিনজন নবজাতকের পায়ে প্লাস্টার (কাস্টিং) করেন। উক্ত ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন তিনজন শিশুর মধ্যে ছিল দক্ষিণ পানিসাগর এলাকার এক মাস বয়সী নবজাতক, একজন যুবরাজনগর ব্লকের দেওয়ানপাশা এলাকার এক মাস বয়সী নবজাতক এবং অপরজন দশদা ব্লকের ভাণ্ডারিমা এলাকার দু'মাস বয়সী নবজাতক। উল্লেখ্য, উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহের বুধবার জন্মগত ত্রুটিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য বিশেষ করে সিটিইভি (ক্লাবফুট) কাস্টিং ক্লিনিকের মাধ্যমে নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। উক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেন উত্তর জেলা হাসপাতালের অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজা নাগ, জেলা হাসপাতালের আরবিএসকের চিকিৎসক ডাঃ নীলাদ্রি শেখর চ্যাটার্জী, প্লাস্টার টেকনিশিয়ান নবেন্দু চন্দ,

গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাচ্ছে টিআরইএসপি প্রকল্প, গোমতীতে সাফল্যের নজির

গোমতী, শনিবার: গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপ্রাপ্ত ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি গোমতী জেলায় ইতিমধ্যেই উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাতে শুরু করেছে।

জেলায় মোট ৪৮৮টি প্রোডিউসার গ্রুপ গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৩৬টি লাইভস্টক, ১৪৪টি কৃষি এবং ১০৮টি মৎস্য ক্ষেত্রভিত্তিক। এই বহুমুখী উদ্যোগ গ্রামীণ জীবিকাকে আরও সুসংগঠিত ও টেকসই করে তুলছে।

প্রকল্পের আওতায় ৩৪৯টি প্রোডিউসার গ্রুপকে ৫০ হাজার টাকা করে স্থাপন ব্যয় এবং ৩০৮টি গ্রুপকে ৬ লক্ষ টাকা করে কার্যকরী মূলধন প্রদান করা হয়েছে। ফলে এই গ্রুপগুলি স্বনির্ভর উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে এবং আয়ের নতুন পথ তৈরি করছে।

বর্তমানে ২১১টি প্রোডিউসার গ্রুপ সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে ৮৪টি লাইভস্টক, ৭৬টি মৎস্য এবং ৫১টি কৃষি গ্রুপ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রকল্পের কার্যকারিতা প্রমাণ করছে। এছাড়াও কিল্লা, রূপাইছড়ি এবং তুইদু আরডি ব্লকে ৩টি মডেল কমিউনিটি লিভেল ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি সিএলএফ-কে ১৫ লক্ষ টাকা করে সিএমটিসি তহবিল প্রদান করা হয়েছে, যা গ্রামীণ স্তরে সমন্বিত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে।

প্রকল্পের সাফল্যের অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ ওম্পি ব্লকের আর্থিয়াং মৎস্য প্রোডিউসার গ্রুপ। মাছের নার্সারি ও পলিকালচার চাষের মাধ্যমে এই গ্রুপ ইতিমধ্যেই ১৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০০ টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

এই সমগ্র কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার কিনার ভৌমিক, যিনি পাঁচটি আরডি ব্লকের দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন।

সব মিলিয়ে, এই প্রকল্প গোমতী জেলায় শুধু গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নই নয়, একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ধর্মনগর উপনির্বাচনে চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে জোর প্রচার, ময়দানে বিরজিৎ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫এপ্রিল: ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ক্রমশই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া কংগ্রেস শিবির। সেই লক্ষ্যেই দলীয় প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে প্রচারে নেমেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিৎ সিনহা।

শনিবার দুপুরে ধর্মনগরের রাজবাড়ী মণ্ডপ পাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা ও মহকুমা স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।

প্রচার চলাকালীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ করেন বিরজিৎ সিনহা। তিনি এলাকাবাসীর কাছে চয়ন ভট্টাচার্যকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ শোনেন।

এসময় বর্তমান সরকারের একাধিক ব্যর্থতার সমালোচনা করে তিনি কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করার ডাক দেন। কর্মী-সমর্থকদের ভিড় এবং সাধারণ মানুষের সাড়া কংগ্রেস শিবিরে যথেষ্ট আশাবাদ তৈরি করেছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি।

উপনির্বাচনের আগে বিরজিৎ সিনহার এই সক্রিয় প্রচার ধর্মনগরের রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

আরবিএসকে মোবাইল হেলথ টিমের উদ্যোগে তিন বছর বয়সী শিশুর ক্লেফ প্যালেট (তালু ফাটা) সফল অস্ত্রোপচারে নতুন জীবন ফিরে পেল

আগরতলা, ৪ এপ্রিল: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেয়ে ক্লেফ প্যালেট (তালু কাটা) সমস্যায় আক্রান্ত এক শিশু স্বাভাবিক হাসি ফিরে পেল। সময়মতো এবং সঠিক চিকিৎসা ও সফল অস্ত্রোপচারের ফলে শিশুটি এখন স্বাভাবিকভাবে খাওয়া, কথা বলা সহ সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে।

খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের উদ্যোগে গত ৫ জুন, ২০২৪ স্থানীয় বস্তি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একটি স্ক্রিনিং ক্যাম্প আয়োজিত হয়। এই স্ক্রিনিং ক্যাম্পে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের আঠারমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বস্তি এলাকার তিন বছর বয়সী এক শিশুর ক্লেফ প্যালেট (তালু ফাটা) সমস্যা শনাক্ত করেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসকরা শিশুটির পরিবারকে জানান, এই জন্মগত ত্রুটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরোপুরি ঠিক করা সম্ভব। চিকিৎসকদের পরামর্শে শিশুটিকে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২৪ মার্চ, ২০২৬ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটির জিবিপি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে সমস্যা নিশ্চিত করে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে গুয়াহাটিস্থিত মিশন স্মাইল, সংস্থার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ সফলভাবে শিশুটির ক্লেফ প্যালেট অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে।

এরপর গত ২৬ মার্চ, ২০২৬ শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর পূর্বে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে একই শিশুর ঠোঁট কাটা (ক্লেফ লিপ) সমস্যার জন্যও সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও 'মিশন স্মাইল'-এর সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। মুঙ্গিয়াকামী আরবিএসকে মোবাইল হেলথ টিমের চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ দীপ্রিয়া দেববর্মা, ডাঃ দেবলীনা নাথ, ডাঃ জেমস দেববর্মা এবং ফার্মাসিস্ট ভাস্কর দেব। শিশুটির পিতা-মাতা ও পরিবার তার সম্পূর্ণ সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসায় খুবই খুশী। এজন্য শিশুটির পরিবার পরিজনরা রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসকসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

টিটিএএডিসি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ের আহ্বান, মান্দাই পুলিনপুরে পদযাত্রা ও বাজার সভা

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে। এই প্রেক্ষাপটে ১৬ মান্দাই পুলিনপুর নির্বাচনক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ দেববর্মার সমর্থনে কল্যাণপুর এলাকায় অনুষ্ঠিত হল পদযাত্রা ও বাজার সভা।

কল্যাণপুরের বৈরাগী পাড়া থেকে গগন চৌধুরীপাড়া হয়ে ইয়াকরাই বাজার পর্যন্ত এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রায় স্থানীয় মানুষের ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ইয়াকরাই বাজারে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন প্রার্থী বিকাশ দেববর্মা, প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সবিতা জমাতিয়া এবং যুব নেতা বিশাল দেববর্মা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্তিক দেবনাথ বিজেপি ও তিপ্রা মথার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই দুই দলের "ছলচাতুরি" এখন জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের বর্তমান সরকার ও তিপ্রা মথার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা কেউই উপজাতি জনগণের প্রকৃত কল্যাণ চায় না।

তিনি আরও বলেন, অতীতে ক্ষমতায় থাকার সময় উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নের কোনও দৃশ্যমান চিহ্ন নেই। উন্নয়নের নামে বরাদ্দ অর্থ লুটপাট হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর মতে, এবারের নির্বাচনে জনগণ এই বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছে বলেই রাজনৈতিক দলগুলি আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, যা "লোক দেখানো" বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সভা থেকে তিনি টিটিএএডিসি এলাকায় একটি স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

সব মিলিয়ে, মান্দাই পুলিনপুর এলাকায় এই পদযাত্রা ও সভা ঘিরে নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুর নিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: আগরতলা পুর নিগমের ১৮ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় শনিবার। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কর্পুরেটর অভিষেক দত্ত সহ অন্যান্যরা।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ওষুধে বিতরণ করা হয়। এদিন স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। আগামী দিনেও এলাকাবাসীর সুস্বাস্থ্যের তাগিদে এ ধরনের স্বাস্থ্যশিবির সংঘটিত করা হবে বলে কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত জানিয়েছেন।

এডিসি নির্বাচনে বিজেপির প্রভারী দায়িত্বে লতা উসেন্দি

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টি.টি.এ.এ.ডি.সি) নির্বাচনে বিজেপির তরফে বড় সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের দোরগোড়ায় পৌছে দলের জাতীয় সহ-সভাপতি ও কোণ্ডাগাঁওয়ের বিধায়ক লতা উসেন্দিকে এডিসি নির্বাচনের জন্য প্রভারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের ১২ তারিখে ২৮ আসনের এই পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ২৫টি আসন তফসিলি উপজাতি (এসটি) প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণের পরই লতা উসেন্দি প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি ২০ কিল্লা-বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অমর জমাতিয়ার সমর্থনে এক বিশাল পদযাত্রা ও জনসভায় নেতৃত্ব দেন। এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা যায়, যা এলাকায় বিজেপির প্রতি জনসমর্থনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দলীয় নেতৃত্বের দাবি।

বিশাল এই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে দলের মূল এজেন্ডা হিসেবে তুলে ধরেন। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার জাতীয় সভাপতি সমীর ওরাঁও, স্থানীয় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, তুতন দাস সহ একাধিক শীর্ষ নেতা ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা।

সভায় বিজেপি নেতারা রাজ্যে গত কয়েক বছরে হওয়া উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের কাছে সমর্থনের আবেদন জানান। কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

কৈলাসহর ও সাব্রুমে নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের তীব্র আক্রমণ, সরকার পরিবর্তনের ডাক

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: রাজ্যে সাম্প্রতিক নারী নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালো প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার এক বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, রাজ্যে নারী ও শিশুকন্যাদের নিরাপত্তা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের অভাব পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলছে।

বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকে ২ এপ্রিল ৯ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের ঘটনা এবং একই দিনে সাব্রুমের একটি এডিসি গ্রামে এক গৃহবধূর উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। নির্যাতিতার অভিযোগ দায়েরের পরও অভিযুক্তদের গ্রেফতারের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য না থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও বলেন, এই ধরনের ঘটনা সমাজে ভয় ও অনিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করছে। তিনি অভিযোগ করেন, নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির পরও সরকার তা অস্বীকার করছে এবং বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সরকারি বক্তব্যের মিল নেই।

তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রশ্ন' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, যা বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন বলে তিনি মন্তব্য করেন। শেষে তিনি রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন জানান, নারী ও শিশুকন্যাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির স্বার্থে বর্তমান সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলি নিয়ে রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন মহল থেকে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠছে।

বকেয়া মেটানো সহ ১২ দফা দাবিতে গণ-ডেপুটেশনে জুটমিল যৌথ আন্দোলন কমিটি

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: বকেয়া প্রাপ্য দ্রুত মেটানোর দাবিতে ত্রিপুরা জুটমিল যৌথ আন্দোলন কমিটির উদ্যোগে জুটমিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে জুটমিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন যৌথ কমিটির কনভেনার ধনমনি সিংহ। তাঁর সঙ্গে প্রতিনিধিদলে ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, সুশীল সরকার, প্রদীপ দেবনাথ, শিবানী দাস চক্রবর্তী, ভজন দেবনাথ ও গঙ্গা কলই প্রমুখ।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বেতন-ভাতা মেটানো হয়নি। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জুটমিল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, গত ৩০ মার্চ ২০২৬ সালের জুটমিল কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে জানিয়েছিল যে, চতুর্থ পে-কমিশন অনুযায়ী সকল শ্রমিকের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করা হবে। হলফনামায় কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, মোট ১৬৩৭ জন শ্রমিকের তালিকা তাদের কাছে রয়েছে। এর মধ্যে ৪০৭ জন শ্রমিকের বকেয়া ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি ১২৩১ জন শ্রমিকের পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ৫২৮ জনের বেতন আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৭০৩ জনের বেতন আগামী ছয় মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তাঁদের দাবিগুলো হল, ১৯৯৬ সালে কর্মরত শ্রমিকদের সমস্ত প্রাপ্য অবিলম্বে মেটাতে হবে, পে-স্লিপ, আইপিএস ও সার্ভিস ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে, লিভ সেলারি ও হাউস রেন্ট প্রদানে অসঙ্গতি দূর করতে হবে, প্রাপকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে, আবাসিকদের উচ্ছেদ নোটিশ প্রত্যাহার করতে হবে, গৃহহীন শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

যৌথ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে টমটমে আগুন, অল্পেতে রক্ষা চালক-যাত্রী ক্ষতিপূরণের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে চলন্ত টমটমের উপর পড়ে যাওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন চালক ও যাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে আমবাসা বাজার এলাকায়, যার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে আমবাসা বাজারে একটি বিদ্যুতের তার রাস্তার উপর ছিঁড়ে পড়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তারটি ওই অবস্থায় থাকলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এদিকে, ওই ছিঁড়ে পড়া তারের সংস্পর্শে আসতেই একটি চলন্ত টমটমে আগুন লেগে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন টমটম চালকরা। তারা আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং রাস্তার দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমবাসা থানার পুলিশ। পাশাপাশি আমবাসা পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সূত্রধরও সেখানে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তার হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বিক্ষোভকারী টমটম চালকদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের চরম গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এতে এক চালকের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তারা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

অবরোধ তুলে নেওয়ার পর টমটম চালকরা আমবাসা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস ঘেরাও করেন। ক্ষতিপূরণের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত ঘেরাও কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তারা।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এক দিবসীয় এক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রাতে কি বারবার কেঁদে উঠছে সন্তান আয়ুর্বেদিক টোটকায় ঘুম হবে ভালো

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, পায়ের তালুতে সামান্য গরম দেশি ঘি মালিশ করলে শরীরের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। রাতে শোওয়ানোর আগে বাচ্চার দুই পায়ের পাতায় হালকা হাতে ঘি মালিশ করে দিন। এটি শরীরকে শিথিল করে এবং গভীর ঘুম আনতে সাহায্য করে।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন রাতে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই শুরু হল বাচ্চার কান্না। মাঝরাতে হঠাৎ করে সন্তানের ঘুম ভেঙে যাওয়া বা বারবার উঠে পড়া শুধু যে বাচ্চার জন্য কষ্টকর, তা নয় বাবা-মায়ের কপালে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেয়। বাচ্চার এই অস্বস্তি বা খিটখিটে মেজাজ অনেক সময় বড় কোনও সমস্যার ইঙ্গিত দেয় না ঠিকই, তবে নিয়মিত এমনটা হতে থাকলে শিশুটির বিকাশেও তার প্রভাব পড়তে পারে। বাজারে চলতি অনেক ওষুধ থাকলেও, ছোটদের শরীরে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে একটা ভয় থেকেই যায়। আপনিও কি এই সমস্যায় ভুগছেন? ঠিক এই জায়গাতেই বাজিমাত করতে পারে প্রাচীন আয়ুর্বেদ।

কেন বারবার ঘুম ভেঙে যায়?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, শিশুদের পরিপাকতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। পেটে গ্যাস বা বদহজমের সমস্যা থাকলে কিংবা স্নায়বিক উত্তেজনা বেশি হলে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। আয়ুর্বেদ বলছে, শরীরে 'পিত্ত' দোষের ভারসাম্য বিগড়ে গেলে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সমাধানের উপায় কী?

জায়ফল- রাতে বাচ্চার নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের জন্য জায়ফল অত্যন্ত কার্যকরী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামান্য একটু জায়ফল ঘষে নিয়ে দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে বা বাচ্চার কপালে পাতলা করে প্রলেপ দিলে দ্রুত ঘুম চলে আসে। এতে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান মস্তিষ্ককে শান্ত করতে সাহায্য করে।

দেশি ঘি- আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, পায়ের তালুতে সামান্য গরম দেশি ঘি মালিশ করলে শরীরের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। রাতে শোওয়ানোর আগে বাচ্চার দুই পায়ের পাতায় হালকা হাতে ঘি মালিশ করে দিন। এটি শরীরকে শিথিল করে এবং গভীর ঘুম আনতে সাহায্য করে।

অশ্বগন্ধা- যদি আপনার সন্তান একটু বড় হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সামান্য অশ্বগন্ধার গুঁড়ো হালকা গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। এটি প্রাকৃতিকভাবে উদ্বেগ কমায় এবং পেশিকে আরাম দেয়।

ব্রাহ্মী তেল- বাচ্চার মাথায় ব্রাহ্মী তেল দিয়ে আলতো মালিশ স্নায়ুকে শান্ত রাখে। এটি শুধু ঘুমের মান উন্নত করে না, বাচ্চার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

তবে মনে রাখবেন, শিশুর খাদ্যাভ্যাস এবং ঘুমের পরিবেশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শোওয়ানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে টিভি বা মোবাইল থেকে দূরে রাখুন। তবে বাচ্চার অবস্থা যদি খুব জটিল হয়, তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে দেরি করবেন না।

সুস্থ থাকতে দুধ খাওয়ার প্রয়োজন

সুস্থ থাকতে দুধ খাওয়ার জুড়ি মেলা ভার। দুধে থাকা পুষ্টিগুণ শরীরের যত্ন নেয়। হাড় এবং দাঁত মজবুত করে। দুধের স্বাস্থ্যগুণের তালিকা বেশ দীর্ঘ। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও দুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই জন্য করোনার সময়ে পুষ্টিবিদ এবং চিকিৎসকেরা দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিতেন।

রোজ যদি দুধ খাওয়া যায়, তা হলে অনেক রোগবালাই থেকেও দূরে থাকা যায়। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সে দুধ খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। শিশুর শারীরিক গঠনেও দুধের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু দুধেরও তো ভালমন্দ রয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন সংস্থার প্যাকেট-দুধ কেনেন। কিন্তু তাতে নিয়মমাফিক দুধ খাওয়া হলেও, শরীর সঠিক পুষ্টিগুণ পায় না। শুধু দুধ খাওয়াই সার হয়। বিশেষ কোনও লাভ হয় না। তা হলে উপায়? প্যাকেটজাত দুধের বদলে বেছে নিতে পারেন বেশ কিছু বিকল্প। রইল তার সন্ধান।

গরুর দুধ-সদ্যোজাত শিশু থেকে বৃদ্ধ নির্ভয়ে গরুর দুধ খেতে পারেন যেকোনও বয়সে। গরুর দুধের মতো উপকারী খাবার খুব কমই আছে। এক কাপ গরুর দুধে থাকে ৮ গ্রাম মতো প্রোটিন। এ ছাড়াও এতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি, পটাশিয়ামের মতো উপাদান। যা একই সঙ্গে বিপাক হার বাড়িয়ে তোলে। দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

কাঠবাদাম দুধ- এও এক স্বাস্থ্যকর পানীয়। প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সহ আরও অনেক উপাদান আছে এই দুধে। অনেকেই আছেন যাঁরা, "ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট"। তেমন হলে এই দুধে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এর স্বাদ যেমন লা জবাব, তেমনি স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকেও এর জুড়ি মেলা ভার। ওজন কমানো থেকে হৃদ্যন্ত্র সুস্থ রাখা, এমনকি হাড় মজবুত করতেও কাঠবাদামের দুধ উপকারী।

সয়া দুধ- হাড় সুস্থ রাখতে ও মজবুত করতে সয়া দুধ সত্যিই উপকারী। ভিটামিন ডি, ক্যালশিয়াম এবং অন্যান্য উপকারী উপাদানে সমৃদ্ধ সয়া দুধ হাড়ের যত্ন নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া, দুধের বিকল্প হিসাবেও সয়া দুধ খেতে পারেন অনায়াসে।

তিন গাছ চিন্তারোগের দাওয়াই হয়েও উঠতে পারে

আকাশে মেঘ জমলে বৃষ্টি হয়ে তা ঝরে পড়ে। কিন্তু মনে মেঘ জমলে দু'চোখে অঝোরে বর্ষণ নামলেও, সে মেঘ কাটতে চায় না। ব্যস্ততম জীবনে নিজের জন্য আলাদা করে সময় বার করা বেশ কঠিন। সারা ক্ষণ কাজ, দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে একঘেয়েমি, বিরক্তি আসেই। সেখান থেকেই উদ্বেগ, অবসাদের আবির্ভাব। তবে কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগ হোক কিংবা অবসাদ, তা মনের মধ্যে পুষে রাখতে নেই। ঝেড়ে ফেলে দেওয়া জরুরি। সে ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে কিছু গাছ। অন্দরসজ্জায় গাছ ব্যবহার করেন অনেকেই। সবুজের ছোঁয়ায় মন শান্ত হয়। তবে কিছু গাছ উদ্বেগ, চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে। স্নেক প্লান্ট- ঘর বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। বাতাস ফুরফুরে রাখে। ফলে অস্বস্তি কম হয়। খুব কম জলে বেঁচে থাকে এই গাছগুলি। খুব বেশি আলোরও প্রয়োজন নেই এদের। তাই ঘরের কোণে, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছয় না, সেখানেও রাখতে পারেন এই গাছগুলি। সপ্তাহে এক দিন বা কোনও কোনও সময়ে দশ দিনে এক বার জল দিলেও চলে। পিস লিলি- বাকি গাছগুলির মতো এটিও বাতাস ভারী হতে দেয় না। ফলে অস্বস্তি কম হয়। সামান্য যত্নেই দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে এই গাছ। তবে কড়া রোদ আসে, ঘরের এমন জায়গায় এই গাছ না রাখাই ভাল। মাটি একটু ভেজা ভেজা থাকলে এই গাছ খুব ভাল থাকে। সারা বছর ধরেই এ গাছে সাদা ফুল হয়। যা এই গাছের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ। সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি ঘরের বাতাস পরিশুদ্ধ রাখতেও সাহায্য করে এই গাছ। অ্যান্থুরিয়াম বা ফ্ল্যামিংগো লিলি- ঘরের যে কোনও জায়গায় রাখা যায়। আলো ভালবাসে এই গাছ। সারা বছর লাল রঙের ফুল ফোটে। পিস লিলি-র মতো এর মাটিও একটু ভিজে রাখতে পারলে ভাল হয়। বাতাস থেকে বিভিন্ন ধরনের দূষিত পদার্থ শোষণ করে নিতে পারে এই গাছ।

ব্যায়ামেই ক্যালোরি ঝরে টান টান হবে শরীর

টান টান, ঝকঝকে চেহারা আর তরতাজা লুক পেতে নিয়মিত শরীরচর্চাই দরকার। শুধু কঠোর ডায়েটে কাজের কাজ হয় না। মেদ কমলেও শরীরকে ভিতর থেকে মজবুত করতে, পেশির শক্তি বাড়াতে ব্যায়াম একান্তই দরকার। দিনভর কাজের চাপ, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম, ভুল ডায়েট, শরীরচর্চার সময় কমে যাওয়ার কারণে মেদও জমছে পরতে পরতে। অথচ রোজ কিছুটা সময় শরীরচর্চায় দিলে ক্যালোরি পুড়বে, চেহারাও হবে নির্মেদ, টান টান। কম সময়ে বেশি ঘাম ঝরানো.. এটাই যে কোনও ব্যায়ামের মূল কথা। ওজন ঝরানো, পেশির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং "কার্ডিয়োভাসকুলার ফিটনেস" বাড়ানোর জন্য ছ'রকমের ব্যায়াম খুব কার্যকরী। ১) ডিএমটি সার্কিট- অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে "ক্যালোরি বার্ন" করতে ডিএমটি বা "ডায়নামিক মুভমেন্ট ট্রেনিং" খুব ভাল ব্যায়াম। এর মধ্যে অনেকগুলি ব্যায়াম পড়ে যেমনবার্পিস, মাউন্টেস ক্লাইম্বার্স, স্কোয়াট জাম্প, হাই নি ইত্যাদি। বার্পিসে আবার চার ধরনের ব্যায়াম করা যায় যেমন জাম্প, স্কোয়াট, পুশ-আপ এবং প্ল্যাঙ্ক। এই ব্যায়াম বুক, হাত, পা এবং মূল পেশি-সহ একাধিক পেশিকে শক্ত করে তোলে। হজমশক্তি বাড়ায়। স্কোয়াট জাম্প পা, নিতম্ব শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ২) ফ্যাট বার্নআউট- তাড়াতাড়ি মেদ ঝরাতে অনেক রকম "পাওয়ার এক্সারসাইজ" আছে। তার মধ্যে পড়ে জাম্পিং জ্যাক, দৌড়নো, বক্স জাম্প, কেটলবেল সুইংস, ডাম্পবেল স্কোয়াট, মেডিসিন বল স্ল্যাম্প ইত্যাদি। এগুলি সবই কার্ডিয়ো ব্যায়াম। শরীরের প্রতিটি পেশি ব্যবহৃত হয় এই সব ব্যায়ামের সময়ে। তাই দ্রুত ক্যালোরি ঝরে, ওজনও কমতে থাকে। ৩) স্ট্রেনথ ও কন্ডিশনিং- মূলত পেশির ব্যায়াম। স্কোয়াট, ডেডলিফটস, বেঞ্চ প্রেস, পুল আপ নিয়ম মেনে করলে পেশির শক্তি বাড়বে, পাশাপাশি ক্যালোরিও ঝরবে।

ঝিঙে-পোস্ত দিয়েই মাছের নতুন পদ

ঝিঙেগুলি একটু মজে এলে তাতে পোস্ত বাটা আর সামান্য জল দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে দিয়ে মশলার সঙ্গে সবজিটি ভাল করে মিশিয়ে নিন। পোস্ত বেশিক্ষণ কষানোর প্রয়োজন হয় না, এতে স্বাদ তেতো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বাঙালি আর মাছের সম্পর্কটা ঠিক কতটা গভীর, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দুপুরবেলার মেনুতে এক টুকরো মাছ না থাকলে যেন ঠিক জমে ওঠে না। তবে সেই রোজকার চেনা ছকের সর্ষে-বাটা বা একঘেয়ে কালিয়া খেতে খেতে যখন একঘেয়েমি চলে আসে, তখনই মন চায় নতুন কিছু। রোজকার সেই একঘেয়ে মাছের ঝোল বা কালিয়া খেতে খেতে যদি অরুচি এসে থাকে, তবে আজকের এই রেসিপিটি আপনার জন্য। গরম ভাতের সঙ্গে ঝিঙে আর পোস্তর মেলবন্ধনে রুই মাছের এই হালকা অথচ সুস্বাদু পদটি যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই জিভে জল আনবে। রান্নায় বেশি সময়ও লাগবে না, অথচ পরিবারের সকলে আঙুল চেটে খাবে।

কী কী লাগবে?

উপকরণ- এই বিশেষ পদটি তৈরির জন্য খুব সামান্য কিছু জিনিসের প্রয়োজন:

রুই মাছ: ৪-৫ টুকরো (ভাল করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখানো)

ঝিঙে: ২৫০ গ্রাম (ডুমো করে কাটা)

পোস্ত বাটা: ৩ টেবিল চামচ

কাঁচালঙ্কা: ৪-৫টি (ঝাল অনুযায়ী)

কালোজিরে: সামান্য (ফোড়নের জন্য)

হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ

সর্ষের তেল: পরিমাণ মতো

নুন ও চিনি: স্বাদ অনুযায়ী

কীভাবে বানাবেন?

ঝিঙে দিয়ে রুই মাছের এই চমৎকার পদটি বানাতে নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করুন:

প্রথমে কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে নুন-হলুদ মাখানো মাছের টুকরোগুলি লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। খুব বেশি কড়া করে ভাজবেন না, তাতে মাছের নরম ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

ওই তেলের মধ্যেই সামান্য কালোজিরে আর কাঁচালঙ্কা চিরে ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে তাতে কেটে রাখা ঝিঙের টুকরোগুলি দিয়ে দিন। সামান্য নুন আর হলুদ দিয়ে ঝিঙেগুলি হালকা নাড়াচাড়া করুন।

ঝিঙেগুলি একটু মজে এলে তাতে পোস্ত বাটা আর সামান্য জল দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে দিয়ে মশলার সঙ্গে সবজিটি ভাল করে মিশিয়ে নিন। পোস্ত বেশিক্ষণ কষানোর প্রয়োজন হয় না, এতে স্বাদ তেতো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যখন দেখবেন ঝোল ফুটে উঠেছে, তখন আগে থেকে ভেজে রাখা মাছের টুকরোগুলি ঝোলের মধ্যে ছেড়ে দিন। স্বাদ অনুযায়ী সামান্য চিনি দিতে পারেন, এতে স্বাদের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

ঝোল মাখোমাখো হয়ে এলে উপর থেকে আরও একবার সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিন। এতে পোস্তর স্বাদ আরও ভালো ভাবে পাওয়া যায়। দু-তিন মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখার পর নামিয়ে নিন। তৈরি আপনার গরম গরম ঝিঙে-পোস্ত দিয়ে রুই মাছ।

রোগমুক্ত শরীর চান? রোজ খালি পেটে খান আমলকির রস

আমলকির বহুবিধ গুণ। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী আমলকি হল নানা রোগের মহৌষধ। ইমিউনিটি বাড়াতে আমলকির জুড়ি নেই। রক্তও পরিশ্রুত করে। তা ছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজের সমাহার ত্বক এবং চুলে পুষ্টিও জোগায়।

কাঁচা চিবিয়ে খান বা রস করে, উপকার পাবেন দুই পদ্ধতিতেই। তবে সকালবেলা খালি পেটে আমলকির রস পানেই অনেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

সুস্থ থাকে শরীর। এক ঝলকে দেখে নিন খালি পেটে আমলকির রস পানে কী কী উপকার পাওয়া যায়।

আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যে ভিটামিনগুলি, সেই তালিকায় একেবারে উপরের দিকেই রয়েছে ভিটামিন সি।

আমলকির রসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে ভিটামিন সি-এর কদর কম নয়। তাই রোজ সকালে খালিপেটে আমলকির রস খেতে পারলে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো বাড়বেই। পাশাপাশি সাধারণ ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি এবং সংক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত থাকবে শরীর। অ্যান্টি- ইনফ্ল্যামেটরি গুণ রয়েছে

আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বা প্রদাহ-বিরোধী গুণ, যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগেরও উপশম করে। নিয়মিত আমলিক খেলে জয়েন্টের ব্যথা এবং ফোলা কমতে পারে।

হজমে সহায়তা করে

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ আমলকি হজম ক্ষমতা বাড়ায়।

মেটাবলিজম বা বিপাকে সাহায্য করে। বদহজম, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূর করে। ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই রোজ সকালে খালি পেটে খান আমলকির রস।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে

ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী আমলকির রস। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, নিয়মিত আমলকির রস খেলে কোলেস্টরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হার্ট সুস্থ রাখে

আমলকির মধ্যে রয়েছে উচ্চ ফাইবার, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা হৃতিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং হার্ট সুস্থ রাখে। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বার করে দেয়

আমলকির রস শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ ছেঁকে বার করে দেয়। ফলে লিভার ভাল থাকে, ত্বক পরিষ্কার হয়, এনার্জি লেভেল বাড়ে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ত্বকের জন্য ভালো

আমলার রসে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং অতিবেগুনী রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে ত্বক সুস্থ থাকে। চুলের বৃদ্ধি ঘটায়

আমলকি চুলের জন্যও উপকারী। আমলকির রস পানে চুলের ফলিকল মজবুত হয়, চুল পড়া কমে এবং চুলের সামগ্রিক গুণমান ও গঠন উন্নত হয়।

মানসিক চাপ কমায়

আমলকিতে রয়েছে অ্যাডাপ্টোজেনিক বৈশিষ্ট্য, যা স্ট্রেস কমাতে এবং মানসিক স্থিতি উন্নত করতে সাহায্য করে।

চোখের জন্য ভাল

আমলকি ভিটামিন এ-এর দুর্দান্ত উত। এই ভিটামিন চোখের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত আমলকির রস পানে চোখ সুস্থ থাকে। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতে পারে।

আমলকির জুস তৈরি করবেন কী ভাবে? কয়েকটা আমলকি ভাল করে জলে ধুয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে ফেলুন। বীজটা বাদ দিন। মিক্সিতে অল্প জল দিয়ে মিহি করে বেটে নিন আমলকি। এই পেস্টে এক টুকরো আদা এবং পরিমাণমতো মধু দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করুন। এবার আমলকির এই মিশ্রণ থেকে রস ছেঁকে নিয়ে পান করুন।

এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে এড়িয়ে চলবেন যে সব খাবার

জীবনযাত্রায় অনিয়মের জেরে পেটের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। চিকিতকদের মতে, এই ধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার অনেকটাই বেশি। পেটের ক্যানসারের প্রধান লক্ষণ হল জন্ডিস। রোজের জীবনে নানা অনিয়মের কারণে জন্ডিসের শিকার হন অনেকেই। কিন্তু জন্ডিস হলেই তো কেউ ক্যানসারের পরীক্ষা করান না। ফলে এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে তা ধরা পড়তেও অনেকটা সময় লেগে যায়। যখন ধরা পড়ে, তত ক্ষণে এই ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবিটিস এমন কিছু কারণে পেটের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এই রোগ শরীরে বাসা বেঁধেছে কি না, তার কিছু লক্ষণ শরীরে ফুটে ওঠে। পেটে ব্যথা, ঘন ঘন বদহজম, ওজন কমে যাওয়া, তলপেটে ব্যথা, খিদে না পাওয়া, জন্ডিস এই সমস্যাগুলি যদি মাঝেমাঝেই দেখা দেয়, তা হলে কিন্তু এড়িয়ে গেলে চলবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। পেটের ক্যানসার ঠেকাতে খাওয়াদাওয়া ও কিছু অভ্যাসেও বদল আনা জরুরি। জেনে নিন, রোজের কোন কোন অভ্যাস পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। অতিরিক্ত নুনযুক্ত খাবার এবং স্মোকড অর্থাত সরাসরি আগুনে সেঁকা খাবার নিয়মিত খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।

চিতলের বদলে মটর ডালের মুইঠ্যা

মুইঠ্যার সঙ্গে চিতলমাছের চিরন্তন সম্পর্ক। ছিমছাম ঘরোয়া অনুষ্ঠান হোক কিংবা রাজকীয় বিয়েবাড়ি, ভূরিভোজের তালিকায় চিতলের এই পদ থাকেই। তবে রান্নায় হোক কিংবা ভাবনায়, মাঝেমাঝে ছক ভাঙতে হয়। কোনও এক নিরামিষের দিনে যদি মুইঠ্যা খেতে ইচ্ছা করে, তা হলে পরের দিন খাবেন বলে অপেক্ষা করার দরকার নেই। মটর ডাল দিয়েও মুইঠ্যা বানাতে পারেন। উপকরণ বেশি লাগে না, প্রণালীও সহজ। রইল রেসিপি।

উপকরণ: ৩৫০ গ্রাম মটর ডাল ২ চা চামচ আদা বাটা

১ চা চামচ জিরে বাটা

১ চা চামচ হলুদ

১ চা চামচ লাল লঙ্কাগুঁড়ো

২ টো কাঁচালঙ্কা

১ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো

নুন স্বাদমতো

১ চা চামচ ঘি

আধ চা চামচ জিরে

২টি তেজপাতা

প্রয়োজনমতো সর্ষের তেল

প্রণালী: প্রথমেই মটর ডাল অন্তত ৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। নরম হয়ে এলে কাঁচালঙ্কা দিয়ে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন ডালবাটা যেন মিহি এবং আঠালো হয়। এ বার কড়াইয়ে খানিকটা বেশি তেল ঢেলে গরম করে অল্প অল্প করে ডালবাটা ছাড়তে থাকুন। এমন ভাবে ডালের বড়াগুলি ভেজে অন্য একটি পাত্রে তুলে রাখুন।

ওই কড়াইতে জিরে আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা, জিরে বাটা দিয়ে ভাল করে কষাতে থাকুন। খানিক ক্ষণ পরে লঙ্কাগুঁড়ো, টম্যাটো বাটা আর নুন,মিষ্টি দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করতে থাকুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা ডালের বড়াগুলি দিয়ে কিছু ক্ষণ নেড়েচেড়ে জল ঢেলে ঢেকে দিন।

জল শুকিয়ে মাখো মাখো হয়ে এলে উপর থেকে ১ চামচ ঘি, গরম মশলা আর ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে মটর ডালের মুইঠ্যা দারুণ খেতে লাগবে।

রবিবার প্রয়াত কংগ্রেস কর্মীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সভাপতি আশীষ সাহা সহ অন্যান্যরা।

দিল্লিতে সরকারি ওষুধ পাচার চক্র ভাঙল পুলিশ, ৭০ লক্ষ টাকার স্টক উদ্ধার, গ্রেফতার ৫

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : দিল্লি পুলিশ-এর ক্রাইম ব্রাঞ্চ একটি বড়সড় অভিযান চালিয়ে সরকারি হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত বিনামূল্যের ওষুধ পাচারচক্র ভেঙে দিল। এই ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার ওষুধ উদ্ধার হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ক্রাইম ব্রাঞ্চের এনআর-২ দলের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এসিপি গিরিশ কৌশিক এবং নেতৃত্ব দেন ইন্সপেক্টর নীরজ শর্মা। সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম চাঁদের তথ্যের ভিত্তিতেই এই চক্রের হদিশ মেলে। ধৃতদের মধ্যে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় নীরজ কুমার (৫৩), সুশীল কুমার (৪৭) এবং লক্ষ্মণ মুখিয়া (৪৮)-কে। গত ২ এপ্রিল তিস হাজারির রাজেন্দ্র মার্কেট এলাকার কাছে একটি মাহিন্দ্রা চ্যাম্পিয়ন টেম্পো ও একটি বালেনো গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ ওষুধ পাচারের সময় তাঁদের আটক করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলির গায়ে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল "সরকারি সরবরাহ বিক্রয়ের জন্য নয়।, যা থেকে বোঝা যায় এগুলি অবৈধভাবে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।পরে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে আরও বড় চক্রের তথ্য। সেই সূত্র ধরে গ্রেফতার করা হয় দীন দয়াল উপাধ্যায় হাসপাতাল-এর ফার্মাসিস্ট তথা স্টোরকিপার বিনেশ কুমার (৫৪) এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মী প্রকাশ মেহতো (৩০)-কে।তদন্তে জানা গেছে, এই দুই অভিযুক্ত হাসপাতালের স্টক রেকর্ডে কারচুপি করে নিয়মিত ওষুধ সরিয়ে ফেলত এবং তা বাইরে বিক্রি করত। প্রকাশ মেহতো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে ওষুধ সংগ্রহ, মজুত এবং ইউপিআইয়ের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সামলাত বলে অভিযোগ।

উদ্ধার হওয়া ওষুধের মধ্যে রয়েছে উচ্চমূল্যের অ্যান্টিবায়োটিক ও জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ যেমন সেফিক্সিম, অ্যামক্সিসিলিন-ক্ল্যাভুলানেট, সেফট্রিয়াক্সোন, সেফটাজিডিম, মেরোপেনেম, এরিথ্রোপয়েটিন ইনজেকশন এবং রেবিস অ্যান্টিসিরাম।পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রটি একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করছিল, যেখানে হাসপাতালের কর্মী, পরিবহণকারী এবং ডিস্ট্রিবিউটররা জড়িত ছিল। সরকারি হাসপাতালের রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওষুধই বেআইনিভাবে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের মতে, এই অভিযানে প্রমাণ হয়েছে যে জনসাধারণের জন্য বরাদ্দ সম্পদের অপব্যবহার রুখতে তারা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মধ্যপ্রদেশে বহুতল ভবন ধস, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩ উদ্ধারকাজ জারি

কোটমা (মধ্যপ্রদেশ), ৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলার কোটমা শহরে ভয়াবহ ভবন ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনে দাঁড়িয়েছে। রবিবার ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যদিও তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৫টা ৩০ থেকে ৫টা ৫০ মিনিটের মধ্যে কোটমা বাসস্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত প্রায় ১০ বছরের পুরনো চারতলা 'আগরওয়াল লজ' আচমকাই ভেঙে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ধস নামার আগে একটি বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ধুলোয় ঢেকে যায় এলাকা।

প্রাথমিকভাবে ধ্বংসস্তূপের নীচে ৬ থেকে ১০ জন আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। এখনও কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল এখনও তাদের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনাস্থলে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ দল টানা ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ক্রেন ও ভারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধ্বংসস্তূপ সরানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত অন্তত পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভবনের পাশেই প্রায় ২০অ৫০ ফুট জায়গায় ১২ ফুট গভীর একটি গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেই গর্তে জল জমে ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফেও জানানো হয়েছে, পাশের নির্মাণকাজের প্রভাব এই ধসের অন্যতম কারণ হতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী দিলীপ আহিরওয়ার জানিয়েছেন, "এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি ঘটনাস্থলে রয়েছি। সম্পূর্ণ প্রশাসন উদ্ধারকাজে নিয়োজিত। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।" জেলার জেলাশাসক হর্ষল পাঞ্চোলি এবং পুলিশ সুপার মোতি-উর-রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব গভীর শোক প্রকাশ করে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, ভবন নির্মাণে কোনও গাফিলতি বা নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যস্ত বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

বাবু জগজীবন রামের অবদান চিরস্মরণীয়: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল(আইএএনএস): প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক বাবু জগজীবন রামের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯০৮ সালের ৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণকারী বাবু জগজীবন রাম ছিলেন একজন বিশিষ্ট দলিত নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর জন্মদিন 'সমতা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা। তিনি সারাজীবন সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে "সামাজিক ন্যায়ের পথপ্রদর্শক" বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাবু জগজীবন রাম সারাজীবন জাতীয় সেবা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন এবং বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণির অধিকার রক্ষায় তাঁর সংগ্রাম চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা-ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অনন্য।

একইভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, সামাজিক ন্যায় ও দেশের প্রতিরক্ষা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অগ্রাধিকার। দেশের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, বাবু জগজীবন রাম ছিলেন অস্পৃশ্যতা প্রথা বিলোপ ও সমতার জোরালো প্রবক্তা।

১৯৩৫ সালে তিনি 'অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ' সহ-প্রতিষ্ঠা করেন।

ছাত্রজীবনে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এ পড়াকালীন জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

পরে ১৯৩৭ সালে বিহার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে গ্রামীণ শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সংবিধান সভার সদস্য হিসেবে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য শিক্ষা, চাকরি ও আইনসভায় সংরক্ষণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ভোটের আগে কলকাতা পুলিশের একাধিক থানার ওসি বদলি ইসির

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কলকাতা পুলিশের একাধিক থানার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) পদে বড়সড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার এক প্রশাসনিক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা গিয়েছে, পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি হিরক দলপতিকে ইন্টেলিজেন্স বিভাগে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের নীলকণ্ঠ রায়কে নতুন ওসি করা হয়েছে।

শ্যামপুকুর থানার অতিরিক্ত ওসি রাজ কুমার মিশ্রকে গড়িয়াহাট থানায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে, এন্টালি থানার অতিরিক্ত ওসি মনীশ সিংহকে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসটিএফ থেকে ফিরিয়ে এনে মনোজ দত্তকে চেতলা থানার নতুন ওসি করা হয়েছে।

নির্বাচনের আগে রাজ্যে প্রশাসনিক ও পুলিশ স্তরে ব্যাপক বদলি চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এবার কলকাতা পুলিশেও বড় রদবদলের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ১৮১ ও ১৮২ নম্বর আদেশ জারি করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসিদের সরিয়ে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, এসটিএফ বা স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে। চেতলা থানার ওসি অমিতাভ সরকারকেও এসটিএফে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া হেয়ার স্ট্রিট ও ঠাকুরপুকুর থানার ওসিদের মধ্যেও রদবদল হয়েছে। এই দুই থানার বর্তমান ওসি লপসাং তেরিং ভুটিয়া এবং রাজীব সাহুকে পারস্পরিক বদলি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৯ মার্চ জারি হওয়া ১৭৪ ও ১৭৫ নম্বর নির্দেশিকার কিছু সংশোধন ও আংশিক পরিবর্তনও করা হয়েছে নতুন নির্দেশে।

প্রসঙ্গত, বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী-র মনোনয়ন জমার আগে ভবানীপুরে রোডশোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

চিচিংছড়ায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে হলিউড চাকমা, উৎসবের আবহ এলাকায়

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ৬ নং মনু-ছৈলেংটা আসনে তিপরা মথা দলের প্রার্থী হলিউড চাকমার প্রচার ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। শনিবার চিচিংছড়া রথকুমার রোয়াজা পাড়ায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে অংশ নেন তিনি।

এই প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পান প্রার্থী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়া শোনেন হলিউড চাকমা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আগামী ১২ এপ্রিলের নির্বাচনে পরিবর্তনের হাওয়া স্পষ্ট। তার দাবি, তিপরাসা, বাঙালি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐক্যই তাদের জয়ের প্রধান শক্তি হবে।

বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে, যা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী প্রার্থী আরও জানান, সব সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই তার মূল লক্ষ্য।

ধর্মনগরে উপনির্বাচনের দামামা, শুরু ভোটকর্মীদের ভোটদান

ধর্মনগর, ৫ এপ্রিল: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সরগরম উত্তর ত্রিপুরা জেলা। মূল নির্বাচনের আগে শুক্রবার থেকে শুরু হলো ভোটকর্মীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রক্রিয়া।

ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে এদিন সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেন নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। সকাল ৯টা থেকে ইনস্টিটিউশনের হলঘরে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এতে অংশ নেন আরক্ষা দপ্তরের কর্মীসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মীরা।

রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী জানান, মোট ১৫৯ জন ভোটকর্মী এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। ৩ ও ৪ এপ্রিলদু'দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই ভোটগ্রহণ চলবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। ভোটকর্মীদের মধ্যেও উপনির্বাচন ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

মূল নির্বাচনের দিন যাতে আইন-শৃঙ্খলার কোনো অবনতি না ঘটে এবং সাধারণ ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রশাসন।

এখন নজর মূল ভোটের দিনের দিকেউপনির্বাচনের লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

লোহার সামগ্রী চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা যুবক

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: কৃষ্ণনগর প্রগতি রোড এলাকায় লোহা সামগ্রী চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ে এক যুবক। পরবর্তী সময়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এলাকাবাসীর নজরে আসে ওই যুবক। পরে তাকে হাতেনাতে লোহা সামগ্রী চুরি করতে গিয়ে ধরে ফেলে ক্ষুব্ধ জনতা। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চমকপ্রদ তথ্য সামনে আসে।

ধৃত যুবকের দাবি, সে পেশায় ঘাস কেটে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মাঝেমধ্যে "মন চাইলে" সে চুরি করে। এমনই অদ্ভুত স্বীকারোক্তি তার মুখে শোনা যায়। তার এই বক্তব্যে হতবাক হয়ে পড়েন উপস্থিত লোকজন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গ ভোট: তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসিতে বিজেপির নালিশ

কলকাতা, ৫ এপ্রিল(আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি (এমসিসি) লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টি-র রাজ্য শাখা নির্বাচন কমিশন-এর কাছে এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-এর কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে লক্ষ্য করে "উস্কানিমূলক, অবমাননাকর ও ঘৃণামূলক" মন্তব্য করেছেন, যা সরাসরি মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের লঙ্ঘন।

অভিযোগের সমর্থনে একটি ভিডিও ক্লিপও কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে বিজেপি, যেখানে সংশ্লিষ্ট মন্তব্য করতে শোনা যাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ, এই ধরনের মন্তব্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীদের ধারাবাহিক এবং পরিকল্পিত উস্কানিমূলক বক্তব্যের অংশ। এতে রাজ্যে ভয়, বিভাজন ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, তৃণমূল নেতৃত্বের মদতেই এই ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে, যা নির্বাচনী আচরণবিধির প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমসিসি লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হোক এবং সংশ্লিষ্ট ভিডিও অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হোক। পাশাপাশি তাঁর এবং তৃণমূলের অন্যান্য নেতাদের এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত রাখতে কড়া নির্দেশ জারির দাবি জানানো হয়েছে এবং প্রযোজ্য আইনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানানো হয়েছে।

মেখলিগঞ্জে গাড়ি থেকে ৪টি পিস্তল উদ্ধার, গ্রেফতার ২

কোচবিহার, ৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কড়া নজরদারির মধ্যেই বড় সাফল্য পেল কোচবিহার জেলা পুলিশ। রবিবার ভোরে মেখলিগঞ্জ থানার অন্তর্গত চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকা থেকে একটি চারচাকা গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় চারটি দেশি তৈরি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মনিরুল ইসলাম ও শামীম রহমান। তাঁদের জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রবিবারই ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে এবং পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কোচবিহারে নির্ধারিত জনসভাকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই জেলাজুড়ে নাকা চেকিং জোরদার করা হয়। তারই অংশ হিসেবে ভোর প্রায় ৪টা নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসে একটি গাড়িকে আটকিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই ওই অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়।

প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে, ধৃতরা দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের দিনহাটা যাচ্ছিল। পুলিশ সন্দেহ করছে, আসন্ন নির্বাচনে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

উল্লেখ্য, রাজ্যে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল প্রকাশ হবে ৪ মে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন-র নির্দেশে রাজ্যজুড়ে অবৈধ অস্ত্র, বিস্ফোরক, নগদ অর্থ ও মদ উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে বহুতল ভবন ধস, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩ উদ্ধারকাজ জারি

কোটমা (মধ্যপ্রদেশ), ৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলার কোটমা শহরে ভয়াবহ ভবন ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনে দাঁড়িয়েছে। রবিবার ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যদিও তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৫টা ৩০ থেকে ৫টা ৫০ মিনিটের মধ্যে কোটমা বাসস্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত প্রায় ১০ বছরের পুরনো চারতলা 'আগরওয়াল লজ' আচমকাই ভেঙে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ধস নামার আগে একটি বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ধুলোয় ঢেকে যায় এলাকা।

প্রাথমিকভাবে ধ্বংসস্তূপের নীচে ৬ থেকে ১০ জন আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। এখনও কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল এখনও তাদের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ দল টানা ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ক্রেন ও ভারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধ্বংসস্তূপ সরানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত অন্তত পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভবনের পাশেই প্রায় ২০অ৫০ ফুট জায়গায় ১২ ফুট গভীর একটি গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেই গর্তে জল জমে ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফেও জানানো হয়েছে, পাশের নির্মাণকাজের প্রভাব এই ধসের অন্যতম কারণ হতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী দিলীপ আহিরওয়ার জানিয়েছেন, "এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি ঘটনাস্থলে রয়েছি। সম্পূর্ণ প্রশাসন উদ্ধারকাজে নিয়োজিত। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।"

জেলার জেলাশাসক হর্ষল পাঞ্চোলি এবং পুলিশ সুপার মোতি-উর-রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব গভীর শোক প্রকাশ করে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, ভবন নির্মাণে কোনও গাফিলতি বা নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যস্ত বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

বাবু জগজীবন রামের অবদান চিরস্মরণীয়: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল(আইএএনএস): প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক বাবু জগজীবন রামের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯০৮ সালের ৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণকারী বাবু জগজীবন রাম ছিলেন একজন বিশিষ্ট দলিত নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর জন্মদিন 'সমতা দিবস' হিসেবে পালিত হয়।এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা। তিনি সারাজীবন সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে "সামাজিক ন্যায়ের পথপ্রদর্শক" বলে উল্লেখ করেন।

বিলোনিয়ায় বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত কৃষক, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ এপ্রিল: বর্ষার আগমনী আবহে এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো ঋষ্যমুখ ব্লকের নলুয়া বরজ কলোনি এলাকা। শনিবার সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও হঠাৎ করেই নেমে আসে বজ্রপাতের বিপদ।

জানা যায়, ওই সময় অন্যান্য দিনের মতোই কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন স্থানীয় কৃষকরা। আচমকাই বজ্রাঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মাঠেই লুটিয়ে পড়েন এক ব্যক্তি। আহতের নাম বিকাশ মিত্র (৩৯)। তিনি জমিতে কাজ করার সময়ই এই দুর্ঘটনার শিকার হন।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

এই আকস্মিক ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আবহাওয়ার এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে খোলা মাঠে কাজ করা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

তেলিয়ামুড়ায় মেথরাই রিয়াং বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএএডিসি-এর সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (তপশিলি উপজাতি) নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কার্য পরিচালনায় নিযুক্ত ভোটকর্মীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন মেথরাই রিয়াং বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার খোলা হয়েছে।

এই কেন্দ্রে নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী, ভোটকর্মী এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামী ৭ ও ৮ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মীরা উক্ত ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারে এসে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

মেখলিগঞ্জে গাড়ি থেকে ৪টি পিস্তল উদ্ধার, গ্রেফতার ২

কোচবিহার, ৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কড়া নজরদারির মধ্যেই বড় সাফল্য পেল কোচবিহার জেলা পুলিশ। রবিবার ভোরে মেখলিগঞ্জ থানার অন্তর্গত চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকা থেকে একটি চারচাকা গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় চারটি দেশি তৈরি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মনিরুল ইসলাম ও শামীম রহমান। তাঁদের জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রবিবারই ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে এবং পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কোচবিহারে নির্ধারিত জনসভাকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই জেলাজুড়ে নাকা চেকিং জোরদার করা হয়। তারই অংশ হিসেবে ভোর প্রায় ৪টা নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসে একটি গাড়িকে আটকিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই ওই অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়।

প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে, ধৃতরা দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের দিনহাটা যাচ্ছিল। পুলিশ সন্দেহ করছে, আসন্ন নির্বাচনে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

শান্তিরবাজারে ঐতিহ্যবাহী শিবের গাজনপ্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষায় সেনপাড়ার উদ্যোগ

শান্তিরবাজার, ৫ এপ্রিল: বর্তমান ডিজিটাল যুগে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে গ্রামবাংলার বহু ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি। তার মধ্যেই অন্যতম ‘শিবের গাজন’। তবে এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয়েছে শান্তিরবাজার মহকুমার সেনপাড়ার বাসিন্দারা।

চিরাচরিত প্রথা মেনে বারুণী স্নান সম্পন্ন করার পর সেনপাড়ার বাসিন্দারা মহকুমার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে পরিবেশন করছেন হর-গৌরীর নৃত্য। শুধু নৃত্যই নয়, পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থের কাহিনির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অভিনয়ও তুলে ধরা হচ্ছে দর্শকদের সামনে, যা স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উদ্যোক্তারা জানান, তাদের গ্রামের বহুদিনের এই ঐতিহ্য রক্ষা করতেই যুবকদের একটি অংশ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এ ধরনের লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে, তবুও সেনপাড়ার তরুণরা রাত জেগে নিষ্ঠার সঙ্গে শিবের গাজন পরিবেশন করে চলেছেন।

সেনপাড়ার উদ্যোগে আয়োজিত এই গাজন উৎসব দেখতে আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটছে, অন্যদিকে স্থানীয়দের মধ্যেও উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে।

এডিসি নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, জিরানিয়ায় দলবদল, প্রচারে মেয়র

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। আগামী ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক দল জোরকদমে প্রচারে নেমেছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও দলবদলের ঘটনাও সামনে আসছে।

এই প্রেক্ষাপটে, রবিবার জিরানিয়া এলাকার ১৫ নম্বর এলাকাধীন ১৮ নম্বর বুথের কান্তাকোবরা পাড়ায় বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপির পতাকা তলে সামিল হন ভোটাররা। জানা গেছে, ওই এলাকার ১১টি পরিবারের মোট ৩৫ জন ভোটার তিপ্রা মথা দল ছেড়ে বিজেপি-তে যোগদান করেছেন।

নবযোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার এবং বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দেববর্মা।

যোগদান সভা শেষে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই দলবদলকে ঘিরে জিরানিয়া এলাকায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী নির্বাচনে এই ধরনের দলবদল ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই এখন রাজনৈতিক মহলে জল্পনা

জিরানিয়ায় আইপিএফটি প্রার্থী সানি দেববর্মার প্রচার

আগরতলা, ৫ এপ্রিল:ত্রিপুরা ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ে জোরদার হয়েছে রাজনৈতিক প্রচার। রবিবার ১৫ জিরানিয়া কেন্দ্রের আইপিএফটি মনোনীত প্রার্থী সানি দেববর্মা প্রচারপর্বে জনগণের উদ্দেশে এক আবেগঘন বার্তা দেন। নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সানি দেববর্মা বলেন, তিনি এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কাছ থেকে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচনে জয়ী হলে নিজের বেতনের অর্ধেক অংশ গরিব মানুষের কল্যাণে দান করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্বাচনী জনসভায় রাজীবের হাত ধরে ৩০ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ এপ্রিল: রামচন্দ্রঘাট এডিসি আসনে বিজেপি প্রার্থী ডেভিড দেববর্মার সমর্থনে কল্যাণপুরের সর্বং বাজারে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে ইদানিংকালের সর্ববৃহৎ নির্বাচনী জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসমাবেশে সমবেত বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ হর্স উল্লাসের সাথে ক্রমান্বয়ে দাবি করতে থাকেন বিজেপির নেতৃত্বে এডিসি প্রশাসন গঠিত হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

এদিনের এই কর্মসূচিতে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য , বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিজেপি দলের জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনী জন সমাবেশ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজিব ভট্টাচার্য দাবি করেন শুধুমাত্র রামচন্দ্র ঘাট নয় , গোটা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে এডিসি এলাকার মানুষ বিজেপির নেতৃত্বে প্রশাসন তৈরি করার জন্য প্রস্তুত। পাশাপাশি রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডেভিড দেববর্মা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে দাবি করেন রাজীব ভট্টাচার্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সর্বং বাজারে নির্বাচনী জনসমাবেশ ছাড়াও ১১ পরিবারের ৩০ জন ভোটার মথা সহ বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয় যাদেরকে রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা বরণ করে নেন।

ভোট ঘনাতেই ফের সন্ত্রাসের অভিযোগ সাব্রুমে, আহত বিজেপি কর্মী

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠল তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে। ভোট যত ঘনিয়ে আসছে, ততই সন্ত্রাসের ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ শাসকদল বিজেপির।

ঘটনাটি ঘটেছে ২৭ নং পূর্ব মহুরিপুর-ভুরাতলী এডিসি আসনের অন্তর্গত হার্বাতলী এডিসি ভিলেজের কুশল চন্দ্র পাড়ায়। রবিবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ একদল উশৃঙ্খল মথা সমর্থক বিজেপি কর্মী মলিন ত্রিপুরার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন তিনি।

আহত মলিন ত্রিপুরাকে প্রথমে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৩ এপ্রিল একই এলাকায় বিজেপির একটি নির্বাচনী জনসভা বানচাল করার অভিযোগও উঠেছিল। সেই সময় প্রচার গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে বলে দাবি করা হয়।

প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায় এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “পরাজয় নিশ্চিত জেনে তিপ্রা মথা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।”

ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুলিশ আধিকারিকরা। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

“শর্মা” ব্যবহৃত হয়এ থেকেই সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ব্যবহৃত ছবিটি বায়োমেট্রিক নয়, বরং সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন ছবি বলে মনে হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পরিচয়পত্র সংক্রান্ত তথ্যে জন্মসালের সঙ্গে নম্বরের মিল নেই বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডার কথিত পাসপোর্টের ক্ষেত্রে মুদ্রিত মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও মেশিন-রিডেবল জোন (এমআরজেড)-এর মধ্যে অমিল রয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে মিশরের পাসপোর্টেও বানান ভুল ও তথ্যগত অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেন তিনি।

এছাড়া একটি জমির দলিলের কিউআর কোডও কোনও বৈধ তথ্য দেখাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, “এই সব অসঙ্গতি স্পষ্ট করে যে নথিগুলি জাল বা ডিজিটালভাবে বিকৃত করা হয়েছে।”

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “সত্যের জয় হবেই” এবং যারা ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, পবন খেরার “মিথ্যা প্রচার” খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং এর জন্য তাঁকে আইনি পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে পবন খেরা অভিযোগ করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা-র একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে এবং বিদেশে সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা হয়েছে। এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিতর্কে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এবং প্রচারিত নথি “ভুয়ো” ও “ত্রুটিপূর্ণ”, এবং এ নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এক্স-এ করা পোস্টে রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা কটাক্ষ করে লেখেন, “আপনার শুধু তপস্যাতেই নয়, এআই জেনারেশন এবং ফটোশপিংয়েও ঘাটতি রয়ে গেছে।” তিনি অভিযোগ করেন, একটি জাতীয় দলের মুখপাত্র হিসেবে পবন খেরার উচিত ছিল যাচাই-বাছাই করা, “কাল্পনিক পাসপোর্ট ও নথি” ছড়ানো নয়।

তিনি স্পষ্ট জানান, বিষয়টি এখন আইনি পথে এগোবে। “আমি আইনের দ্বারস্থ হচ্ছি। ফৌজদারি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আদালতেই এর নিষ্পত্তি হবে,” বলেন তিনি।

এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে, যখন কংগ্রেসের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। এর আগে পবন খেরা দাবি করেছিলেন, রিনিকি ভূঁইয়া শর্মার সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা এবং মিশরের পাসপোর্ট রয়েছে এবং বিদেশে সম্পত্তির তথ্য গোপন করা হয়েছে।

এই সমস্ত অভিযোগ আগেই খারিজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি দাবি করেন, প্রচারিত নথিতে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে, যা “ডিজিটাল কারসাজি”-র ইঙ্গিত দেয়। তাঁর মতে, নথিতে নামের বানান ভুল, পরিচয়পত্রের তথ্যগত গরমিল, পাসপোর্টের মেয়াদ সংক্রান্ত অসঙ্গতি এবং কিউআর কোডের অকার্যকারিতাসবই জালিয়াতির প্রমাণ।

মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন, ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর জন্য দায়ীদের আইনি পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

রাজ্যে ওবিসি

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস নেতারা উল্লেখ করেন, সংসদে আলোচনার সময় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অতীতে কংগ্রেসের ওবিসি নীতিতে কিছু দুর্বলতা থাকার কথা স্বীকার করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে এখন জাত গণনা সম্পন্ন করে সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে কংগ্রেস। পাশাপাশি কংগ্রেস শাসিত এবং ইন্ডিয়া জোটভুক্ত একাধিক রাজ্যে সংবিধানের বিধান মেনে ওবিসি সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে তেলেঙ্গানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, সংরক্ষিত পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও তা পূরণে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। অতীতের মণ্ডল কমিশন প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে ঐকমত্য তৈরি করতে হবে এবং জাত গণনার ভিত্তিতে দ্রুত শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে ওবিসিদের জন্য ন্যূনতম সংরক্ষণ চালুর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিরোনাম: বিশ্রামগঞ্জে দরিদ্র জনজাতি পরিবারের গাভী চুরি, বিপাকে পড়েছে পরিবার

বিশ্রামগঞ্জ, ৫ এপ্রিল: বিশ্রামগঞ্জের ডন বস্কো লালটিলা এলাকায় এক দরিদ্র জনজাতি পরিবারের গাভী চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গাভীটি চুরি হয়ে যাওয়ায় অসহায় অবস্থায় পড়েছে পরিবারটি।

জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা কামিনী দেববর্মা ও কোবজা রানী দেববর্মার গাভীটি বিশ্রামগঞ্জ রেল স্টেশন কোয়ার্টার এলাকা থেকে চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। গাভীটি প্রতিদিন প্রায় ছয় লিটার দুধ দিত বলে জানিয়েছেন গৃহস্থরা।

পরিবারের দাবি, গাভীটির বাজারমূল্য প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে। গবাদি পশু লালন-পালন করেই তাদের সংসার চলত। ফলে গাভীটি চুরি হয়ে যাওয়ায় তাদের আয়ের প্রধান উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। ঘটনার পর থেকেই পরিবারটি কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। স্থানীয়দের মতে, এই ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

লেক চৌমুহনী বাজার কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ‘মিথ্যা’, পাল্টা দাবি নেতৃত্বের

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: লেক চৌমুহনী বাজার কমিটির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে দাবি করেছেন বাজার সমিতির নেতৃত্ব। রবিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়ে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানান তারা।

বাজার সমিতির প্রতিনিধিদের অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাজার কমিটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাদের দাবি, অতীতে বামফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকা কয়েকজন ব্যক্তি বর্তমানে বিজেপির পরিচয়ে থেকে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এই প্রসঙ্গে বাজার সমিতির সভাপতি ভবতোষ পাল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি তিনি জানান, বর্তমান বাজার কমিটির মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বৈধ রয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাজার সমিতির সম্পাদক তপন মালাকারসহ অন্যান্য সদস্যরাও। তারা সকলেই একযোগে এই অভিযোগের বিরোধিতা করে বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান।

এছাড়াও, বাজার সংক্রান্ত এই বিষয়টি নিয়ে এলাকার বিধায়ক ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারের আবেদন জানানো হয়েছে।

এডিসির নাম পাল্টে হবে

● প্রথম পাতার পর

বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংকল্প পত্রে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে - এতদিন ধরে এডিসি এলাকার যে অনুন্নয়ন ছিল সেটাকে এখন উন্নয়নের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিত ডাবল ইঞ্জিন সরকার এডিসিকে প্রচুর পরিমাণ বরাদ্দ দিয়েছে। সেই সঙ্গে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নেও অগ্রাধিকার দিয়েছে। জল জীবন মিশনে নল সে জল এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রিয়াং শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইতিমধ্যে তাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জম্পুই হিলের মতো সুউচ্চ জায়গায় উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে বিষয়টা সাম্প্রতিক মন কি বাত কার্যক্রমে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের সংকল্প পত্র তৈরি শুধু এমনি এমনি করা হয়নি। এরমধ্যে বাস্তব তুলে ধরা হয়েছে। সংকল্প পত্রের প্রতিটি পয়েন্টে জনজাতিদের কল্যাণ সম্পৃক্ত রয়েছে। এবার একটা ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির মতো সর্ববৃহৎ পার্টি এবার প্রথমবারের মতো এডিসিতে সরকার গড়তে যাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টি কখনো হিংসায় বিশ্বাস করে না। এবার ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২৮টি আসনে লড়াইয়ের ঘোষণার পর থেকেই হিংসাত্মক ঘটনা করছে তারা। আমরা এধরণের হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও সেই দিশায় চলেন। অথচ তারা শান্তির কথা বলেও অশান্তি সৃষ্টি করে। জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে আজকের যে সংকল্প পত্র প্রকাশ সেটা বুঝতে পারবেন জনজাতি অংশের মানুষ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা বলেন তাই করেন।

এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আজ বিজেপির পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংকল্প পত্রে মোট ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে - ককবরক এবং অন্যান্য সমস্ত জনজাতি ভাষাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ভিলেজ কমিটি গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত হবে। জনজাতি সমাজের প্রচলিত আইন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জনজাতি মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি অঞ্চলে তাঁত ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে। জনজাতি এলাকার প্রতিটি জেলায় একটি করে মেয়েদের হোস্টেল স্থাপন করা হবে। প্রতিটি ভিলেজ কমিটি এলাকায়স্মার্ট ও আধুনিক অফিস ভবন তৈরি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বন ধন যোজনার অধীনে জনজাতিদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বনজ দ্রব্যের উৎপাদন, সংগ্রহ, প্যাকেজিং এবং বিপণনের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। ধলাইয়ে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। খুমুলংয়ে একটি নার্সিং এবং প্যারা মেডিকেল ইনস্টিটিউট খোলা হবে। জনজাতি মহিলাদের স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (এসএইচজি) শক্তিশালী করা হবে এবং ‘লাখপতি দিদিদের’ সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। জেলা পরিষদ এলাকার আওতাধীন গ্রামীণ বাজার আধুনিকায়ন করা হবে।এডিসি এলাকার বিভিন্ন অংশে কমিউনিটি কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত শেড এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা সহ খোলা জায়গা তৈরি করা হবে।খুমুলংয়ে একটি আধুনিক ফুটবল একাডেমি স্থাপন করা হবে।

টিটিএএডিসিকে ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (টিএটিসি) হিসাবে পুনঃনামকরণ করা হবে। এডিসি এলাকায় একটি মার্শাল আর্ট একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐতিহ্যবাহী জনজাতি ঔষধি অনুশীলনগুলি প্রসারিত, নথিভুক্ত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত করা হবে। প্রতিটি সাব-জোনাল এলাকায় জনজাতি পোশাক ও বয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ‘মাদকমুক্ত ত্রিপুরা’ এর স্বপ্ন এডিসি প্রশাসনের মাধ্যমেও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এডিসি এলাকায় বাঁশের পণ্যের জন্য প্রশিক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। খুমুলংয়ের উন্নয়নের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনের অধীনে, বর্তমানে এডিসি এলাকায় রাবার চাষের জন্য যে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে তা আরও বাড়ানো হবে। যোগ্য সুবিধাভোগীদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে স্থায়ী বাড়ি দেওয়া হবে। টিনের ছাদের বাড়িতে বসবাসকারী প্রত্যেককে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি দেওয়া হবে। জুমিয়া পরিবারকে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং উন্নয়নমূলক সহায়তা (বীজ, সার, ইত্যাদি সহ) প্রদান করা হবে। জনজাতি এলাকায় সমস্ত পরিবারের বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি বাড়িতে উদ্ভাবনী প্রকল্প সহ পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এডিসি এলাকায় সোলার লাইটিং প্রকল্পগুলি বৃহৎ আকারে বাস্তবায়িত হবে। এডিসি এলাকার আওতাধীন ছেলেমেয়েদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাকরির সুযোগ পেতে বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এডিসি এলাকার আওতাধীন যুব উদ্যোক্তাদের স্টার্ট আপ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপনের জন্য আর্থিক এবং অন্যান্য ধরণের সহায়তা প্রদান করা হবে।

‘লাল মথার’ মতো

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে কোন দর্শন নেই। একটাই লক্ষ্য বিভাজনের নীতি। থানসা থানসা বলছেন। আবার অবস্থা খারাপ লক্ষ্য করে সেখানে বাঙালি এবং সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে কোথায় গেলো থানসা? কারণ মাথাই ঠিক নেই! যখন খুশি যা তা বলছে। কখন কি বলবে তার ঠিক থাকে না। আর এখন আমরা বলছি নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার কথা। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুরের সময় পার্টনারের কথা বলেছিলেন। আমরাও চেয়েছিলাম পার্টনার। কিন্তু এরকম পার্টনারের দরকার আমাদের নেই। এডিসির মধ্যে আমরা কিন্তু বিরোধী দলে। তাই বিরোধী দলে থাকার সুবাদে আমরা আমাদের কথা বলবো। গণতন্ত্রের অর্থ সঠিকভাবে বুঝাতে হলে মানুষকে কথার মাধ্যমে বুঝান। মারপিট করে, গুণ্ডাগিরি করে, মানুষের কণ্ঠস্বর রোধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন না। আপনারা ৫ বছর রাজত্ব করেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম এডিসির মধ্যে ভ্রস্টাচারের সরকার রাজ করেছে। যেটা কমিউনিস্টরা করেছে। একইভাবে এই লাল মথাও সেই কাজটা করেছে। সমাবেশে নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, এডিসির প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ সিপিএম ইতিমধ্যে পরীক্ষিত। অন্য আরো আঞ্চলিক দলগুলি পরীক্ষিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাকি রইলো শুধু ভারতীয় জনতা পার্টি। আর ভালোর দিক দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে পরীক্ষিত। সারা দেশে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বা এনডিএ সরকার রয়েছে। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি স্বচ্ছতার মাধ্যমে এবং দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি হচ্ছে প্রথমে দেশ, তারপর পার্টি, তারপর নিজে। আর অন্যান্য পার্টির ক্ষেত্রে আগে আমি, তারপর বাকিসব। দুর্নীতির সরকার আমরা দেখেছি ইউপিএ সরকার, কমিউনিস্ট সরকারের সময়ে। এবার মথার আমলেও সেটা দেখলাম। আর এই লুটপাট থেকে বাঁচতে হলে এবং জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হলে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পার্টি হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ আমরা খুমলুংয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে সংকল্প পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এই সংকল্প পত্রে এক একটা বিষয় মানুষের মনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এডিসি এলাকার মধ্যে আমরা মেডিকেল কলেজ গড়ে তুলবো। ইতিমধ্যে সেই জায়গা আমবাসায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা, ধলাই জেলার সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, জনজাতি মোর্চার সভাপতি পরিমল দেববর্মা, ধলাই জেলার সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, প্রার্থী সুকেশ দত্ত বড়ুয়া, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলি, বিজেপির প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

ধর্মনগরে বিজেপি আবার ফিরছে

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে হাসি, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাওয়া গেছে, যা আমাদের মনকে নতুন শক্তি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। এই ভালোবাসা পথ দেখায়, এই বিশ্বাস আমাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মনগরের স্বপ্ন এখন বড়, স্পষ্ট এবং উন্নয়নের অবিরাম যাত্রায় পূর্ণ।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন এই সমর্থন কেবল সম্ভব হয়েছে বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজ ও রাজ্য জুড়ে অগ্রগতির কারণে। আমরা কেবল উন্নয়নকেই বিশ্বাস করি। আমাদের সরকার রাজ্যে সামাজিক পেনশন বৃদ্ধি করেছে, বিনামূল্যে চাল, বাড়ি, রাস্তা এবং পানীয় জল সরবরাহ করেছে। আমি আগে ধর্মনগরে এসেছি, কিন্তু কখনো এত সুন্দর ও পাকা রাস্তা দেখিনি, যা আমাদের সরকারের আগমনের পর তৈরি হয়েছে। আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হল উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজের সর্বশেষ ব্যক্তির উন্নয়নের দিকে মনোযোগী, এবং একই কাজ করছে আমাদের রাজ্য সরকার। আজকের বাড়ি-বাড়ি প্রচারণায় স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, বিজেপি আবার ফিরে আসছে।”

এলপিজি

● প্রথম পাতার পর

কয়েকটি যৌক্তিককরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে।

এলপিজির চাহিদার উপর চাপ কমাতে কেরোসিন এবং কয়লার মতো বিকল্প জ্বালানির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।কয়লা মন্ত্রক ইতিমধ্যেই কোল ইন্ডিয়া এবং সিঙ্গারেনি কলিয়ারিজ-কে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অন্যান্য গ্রাহকদের কয়লা বিতরণের জন্য রাজ্যগুলিকে আরও বেশি পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দেশীয় ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য নতুন পিএনজি সংযোগের সুবিধা বাড়ানোর জন্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিবের পৌরোহিত্যে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং প্রধান সচিবদের (খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ) সঙ্গে বৈঠক করে জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরা হয়েছে। ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি বজায় রেখে রাজ্যগুলিকে এলপিজি বিতরণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষত গার্হস্থ্য এবং জরুরী ক্ষেত্রে। পরিযায়ী শ্রমিকদের এফটিএল এলপিজি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে রাজ্যগুলি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের এলপিজি সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি এবং সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিব জানান, তেল বিপণন সংস্থাগুলির সঙ্গে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি ৫ কেজি এফটিএল এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫ এবং এলপিজি নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০০ এর অধীনে, রাজ্য সরকারের যে কোনও মজুত এবং কালোবাজারি বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। সরকার রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি সহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারত সরকার সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে একাধিক চিঠি এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। বেআইনি মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে অভিযানে ৫০ হাজারের বেশি সিলিন্ডার বাজার করা হয়েছে। ১৪০০ এর বেশি শোকজ নোটিশ এবং ছত্রিশটি ডিস্ট্রিবিউশন বাতিল/ স্থগিত করা হয়েছে।

গৃহস্থালী ক্ষেত্রে এলপিজি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন ডিস্ট্রিবিউটারে ঘাটতির খবর নেই। অনলাইন বুকিং ৯৫ু তে পৌঁছেছে। গতকাল ৫১ লক্ষের বেশি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড ভিত্তিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ৫৩ শতাংশ (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) থেকে বেড়ে গতকাল ৯০ু এ পৌঁছেছে।পাঁচ কেজি”র এফটিএল কোন ঠিকানার প্রমাণ ছাড়াই কেনা যাচ্ছে। গতকাল ৯০ হাজারের বেশি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। গত ২৩ শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ৬.৬ লক্ষ সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। মার্চ ২০২৬ থেকে এ পর্যন্ত ৩.৬ লক্ষ পিএনজি সংযোগ সক্রিয় রয়েছে। ৩.৯ লক্ষ নতুন আবেদন জমা পড়েছে। রেস্তোরা হোটেল ক্যান্টিনে পিএনজি সংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিজিডি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমস্ত মুখ্য সচিব, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব,:প্রধান সচিব,খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ সচিবকে অনুরোধ করা হয়েছে,রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে দৈনিক প্রেস ব্রিফিং করতে এবং নিয়মিত জনসাধারণের প্রতি পরামর্শ জারি করতে।

ডেডিকেটেড কন্টোল রুম/হেল্পলাইন স্থাপন করা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়ো খবর বা ভুল তথ্য সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করা।

জেলা প্রশাসনের তদারকিতে দৈনিক অভিযান জোরদার করা এবং ও.এম.সি গুলির সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান ও পরিদর্শন চালিয়ে যাওয়া।

অঙ্গন

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শতদল চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শতদল সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রিটার্ন লীগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রতিপক্ষ জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কে রোমাঞ্চকর ভাবে শেষ ওভারে দুই উইকেট এর ব্যবধানে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে শতদল সংঘ। এই জয়ের সুবাদে টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ৩৪ পয়েন্ট প্রাপ্তির সৌজন্যে এবারকার মরসুমে বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হাইভোল্টেজ ম্যাচে সকালে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ৪৮ ওভার ৪ বল খেলে ৩১৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ধনঞ্জয় যাদবের শতরান বেশ উল্লেখযোগ্য। ধনঞ্জয় ১০৩ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, অধিনায়ক রজত দে-র ৪৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। শতদলের নিরঙ্কর শর্মা দুর্দান্ত বোলিং সাফল্যের নজির রেখেছে। নিরঙ্কর ৮৩ রানের বিনিময়ে ছটি উইকেট দখল করে জেসিসির রানের গতিতে বাধার সৃষ্টি করে ছয়টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, ঔংকার যাদব পেয়েছে দুটি উইকেট ৫৪ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘের প্রাড়ম্ভিক ব্যাটার্সরা দ্রুতলয়ে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে নিরাশার বাতাবরণ তৈরি করলেও মিডল অর্ডারে দেব ভার্নালে এবং অরিন্দম বর্মনদের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। তবে ভিকি সাহার অধিনায়কোচিত ব্যাটিং এবং দেব ভার্নালে কে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দেব বার্নালে ১০১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৯২ রান সংগ্রহ করে। অরিন্দম বর্মন ২৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৫ রান সংগ্রহ করে। অপরাজিত ভূমিকায় ভিকি সাহার ব্যাট থেকে ৩১ বলে ৪৪ রান দলকে অন্তিম ওভারে ঠিক ৪ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে দারুন ভূমিকা নিয়েছে। জেসিসি-র বোলার সানি সিং ৪৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। উল্লেখ্য, দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে শতদলের নিরঙ্কর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ছোটদের ফুটবলে আগরতলা সিটি ক্লাব ও আস্তাবল কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। খেলার শুরুতে তিন মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত গোল। এই গোলে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখতে পারেনি। গ্রুপ লীগের অন্তিম ম্যাচে জয় অধরা হলেও আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাবের মতো আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ ১৪ কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা এখন শেষের দিকে।

সি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টার এবং সুদন্য মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল খেলার শুরুতে তিন মিনিটের মাথায় আস্তাবল দলের তুহিন চাকমার গোল এবং ২১ মিনিট বাদে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টারের আরুশ দেববর্মা তা শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথমার্ধের পরবর্তী সময়ে আর গোল হয়নি।

একইভাবে খেলার দ্বিতীয়ার্ধ গোলশূন্য থাকায় শেষ পর্যন্ত এক-এক গোলে ড্র তে ম্যাচটি নিষ্পত্তি হয়।

দুদল পয়েন্টও ভাগ করে নিয়েছে এক-এক করে। গ্রুপ সি-তে তিন দলের পয়েন্ট সমান হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টার গ্রুপ রানার্স হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, দিনের প্রথম ম্যাচে সুখময় স্কুল টিম যথাসময়ে মাঠে আসেনি বলে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল দল ওয়াক ওভার পেয়েছে।

১৫৪.২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা! বলের গতিতে চমক তিন বছর আগে ক্রিকেট ছাড়তে চাওয়া গুজরাতের অশোকের, প্রশংসা শুভমন-স্টেনের

আইপিএলের নতুন চমক গুজরাত টাইটান্সের অশোক শর্মা। শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে গুজরাতের জোরে বোলার চমকে দিয়েছেন বলের গতিতে। এ বারের প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত অশোকই দ্রুততম বলটি করেছেন।

গুজরাতের হয়ে খেললেও অশোক আসলে রাজস্থানেরই ক্রিকেটার। আগে রাজস্থান রয়্যালস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সে থাকলেও আইপিএলে অভিষেক হয়েছে এ বারই। শনিবারের ম্যাচে ২৩ বছরের বোলারের একটি বলের গতি ছিল ১৫৪.২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এবারের আইপিএলে অশোকের এই বলই এখনও পর্যন্ত দ্রুততম। তাঁর প্রশংসা করেছেন ডেন স্টেন।

রাজস্থানের ইনিংসের ১৬তম ওভারে ধ্রুব জুরেলকে একটি ইয়র্কার দেন অশোক। বলটি কোনও রকমে সামলান জুরেল। সেই বলটির গতি ছিল ১৫৪.২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। অশোক গতিতে টপকে গেলেন অনরিখ নোখিয়াকে।

এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বোলার একটি বল করেছেন ১৫০.৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে। অশোকের ওই বলের আগে এ বারের আইপিএলে সেটাই ছিল দ্রুততম বল। এ বারের দ্রুততম বলের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে কার্তিক ত্যাগীর ১৪৯.৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতির একটি বল। চতুর্থ স্থানে আর এক প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাডার ১৪৯.১ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতির একটি বল।

আইপিএলের ইতিহাসে ভারতীয় বোলারদের দ্রুততম বলের তালিকায় অশোকের ১৫৪.২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতির বলটি চলে এসেছে তৃতীয় স্থানে। এক নম্বরে রয়েছে ২০২২ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে উমরান মালিকের করা ১৫৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতির বল। দ্বিতীয় স্থানে ২০২৪ সালে লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে ময়ঙ্ক যাদবের করা ১৫৬.৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতির বল।

শনিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে অশোকের সার্বিক পারফরম্যান্সও খারাপ নয়। ৪ ওভারে ৩৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিল বলেছেন, "অশোক ভীষণ পরিশ্রমী ছেলে। সব সময় উন্নতি করার চেষ্টা করে। দলের অন্যতম সেরা ফিল্ডার অশোক। মাস দুয়েক আগে প্রস্তুতি শিবিরে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। তখনই ওর বোলিং দেখে ভাল লেগেছিল।

গত নিলামে অশোককে ৯০ লাখ টাকায় দলে নিয়েছেন গুজরাত কর্তৃপক্ষ।

জয়পুরের কাছে রামপুরে গ্রামের ছেলে অশোক। তাঁর বাবা নাথুলাল শর্মা নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক। অশোক ছোট থেকে দাদা অক্ষয় শর্মার সঙ্গে খেলত। অক্ষয়ও সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার ছিলেন। কিন্তু নাথুলাল দু'ছেলের খেলার খরচ টানতে পারছিলেন না একটা সময়। তখন ভাইয়ের ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে খেলা ছেড়ে দেন অক্ষয়। পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির কথা ভেবে অশোক নিজেও ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবে ছিলেন বছর তিনেক আগে। সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করেন। দাদা এবং বাবার উৎসাহই তাঁকে আইপিএলের ২২ গজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

বৈভবদের লাল বলের ক্রিকেটে খেলানোর তোড়জোড় শুরু, লক্ষ্মণের নির্দেশে আগামী প্রজন্মকে তুলে আনার পরিকল্পনা বোর্ডের

নিউ জিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, পর পর দু'বছর দুই দেশের কাছে দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারতীয় দল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা অবসর নেওয়ার পর বাকি ক্রিকেটারেরা এখনও আস্থা অর্জন করতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্ম তুলে আনার কাজ শুরু করে দিল বোর্ড। উৎকর্ষ কেন্দ্রের (সিওই) প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের নির্দেশে একটি পরিকল্পনা ছকা হয়েছে, যেখান থেকে লাল বলের জন্য তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া হবে।

আগামী এক দশকে লাল বলের ক্রিকেটে যাতে জোগান কম না হয়, তার জন্য ৬৪ জন ক্রিকেটারকে চিহ্নিত করতে চাইছে বোর্ড। প্রত্যেকেরই বয়স ২৫-এর নীচে। সিওই-র সঙ্গে ভারত এ, অনূর্ধ-২৩ এবং অনূর্ধ-১৯ দলের কোচ এবং নির্বাচকদের এ ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী এক বছর বেঙ্গালুরুতে হওয়া শিবিরগুলিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে লাল বলের ক্রিকেটে যাতে ভবিষ্যতের প্রতিভাদের তুলে আনা যায়। বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "ভারতের উঠতি দলে শুধু অনূর্ধ-২৫ ক্রিকেটারেরা থাকবে, যারা ছায়া সফরে ভারত এ দল হিসাবে খেলবে। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর এবং কোচ গৌতম গম্ভীরকে সব কিছু জানিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আইপিএল শেষ হলেই অনূর্ধ-১৯ এবং অনূর্ধ-২৫ দল চার দিনের ম্যাচ খেলতে শ্রীলঙ্কা যাবে। আন্তঃ-সিওই আয়োজিত ট্রায়াল থেকে ওদের বেছে নেওয়া হবে।"

৬৪ জন ক্রিকেটারকে বাছা হবে। তাদের ১৬ সদস্যের চারটি দলে ভাগ করা হবে। প্রতিটি দল দু'টি করে চার দিনের ম্যাচ খেলবে সিওই-তে। বিভিন্ন পিচে খেলতে হবে, যাতে সঠিক মানের অনুশীলন হয়। ৬৪ জনের মধ্যে অনূর্ধ-২৩ দলের ২৫ জনকে বেছে নেবে জুনিয়র নির্বাচক কমিটি, যার প্রধান এস শরথ। কুচবিহার ট্রফি এবং সিকে নাইডু ট্রফিতে ভাল খেলা ক্রিকেটারদের থেকে বাছাই করা হবে। আরও ২৫ জনকে বাছা হবে রঞ্জি ট্রফি, বিজয় হজারে ট্রফি এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পারফরম্যান্স দেখে। বাকি ১৪ জন আসবে আইপিএল থেকে। তাঁদের মধ্যে বৈভব ছাড়াও আয়ুষ মাত্রে, সমীর রিজভিরা রয়েছেন।

দিল্লির কাছে একপেশেভাবে হার, বিপর্যয়ের পর বাটিংকে দুষলেন সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি: দিল্লি ক্যাপিটালস শনিবার আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে। এই ম্যাচে হার্দিক পাণ্ড্য খেলেননি। অসুস্থ থাকায় তাঁকে বাদ দিয়েই নামতে হয়েছিল মুম্বইকে। এমন পরিস্থিতিতে সূর্যকুমার যাদব অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলেছেন। প্রথমে বাট করে ১৬২/৬ তুলেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দিল্লি ক্যাপিটালস ১৬৩ রানের লক্ষ্য কোনও বড় সমস্যা ছাড়াই তাড়া করে ম্যাচ জিতে নেয়। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব মুম্বইয়ের হারের জন্য ব্যাটসম্যানদের দায়ী করেছেন। সূর্যকুমার যাদবের ৫১ রানের অর্ধশতরানের ইনিংস এবং রোহিত শর্মার ৩৫ রানের অবদানের সুবাদে মুম্বই প্রথমে ব্যাট করে ১৬২ রান করে। দিল্লি দল ব্যাটিং করতে নামলে কে এল রাহুল এবং নীতীশ রানা ব্যর্থ হন, কিন্তু সমীর রিজভি ৯০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলিংকে ধ্বংস করে দেন। পাথুম নিসাঙ্কাও ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁদের ব্যাটের শাসনে দিল্লি ৬ উইকেটে জয়লাভ করে।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হারের পর সূর্যকুমার যাদব বলেছেন যে, তাঁর দল ১৫-২০ রান কম করেছে। সূর্যকুমার সমীর রিজভির প্রশংসা করে বলেন যে, তিনি এমআই-কে ম্যাচে ফেরার কোনও সুযোগই দেননি।

সূর্যকুমার বলেন, 'যখন আপনি প্রথমে ব্যাটিং করছেন, তখন আপনি বারবার স্কোরের কথা ভাবছেন। আপনি ব্যাটিং করেন, পরিসংখ্যান বোঝেন এবং আমরা মনে করেছিলাম এখানে ১৮০-১৮৫ স্কোর ভাল হবে, কিন্তু আমরা ১৫-২০ রান কম করেছি।

সাগর, শচীনের দুর্দান্ত ব্যাটিং স্ফুলিঙ্গের দুর্দান্ত সংহতি জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। রেকর্ড রান, ২৯৯ রানের ব্যবধানে বিশাল জয়। প্রথম লীগের মতোই স্ফুলিঙ্গ হারিয়েছে সংহতি ক্লাবকে। দুরন্ত এই জয়ের মধ্য দিয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব একদিকে যেমন জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে, অপরদিকে এবারকার মরশুমে সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সাফল্য অধরা হলেও ৬ দলীয় বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনে চতুর্থ স্থান অর্জন পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পাহাড় প্রমান রান সংগ্রহ করে। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে স্ফুলিঙ্গ ৪১৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সাগর শর্মা দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে ৯৪ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও ১৩ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৬৭ রান পায়। এছাড়া সচীন শর্মা ৭০ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৮০ রান, ওপেনার দেবাংশু দত্ত ৫৩ বল খেলে ৬০ রান বেশ উল্লেখ করার মতো। সংহতির করণ দে ৯৭ রানে দুটি উইকেট পায়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সংহতির ব্যাটার্সরা বিশাল রানের টার্গেটে শুরুতেই যেন হাল ছেড়ে দেয়। তুষার সাহার পাশাপাশি বৈভব পালের বোলিং দাপটে সংহতি ৩১ ওভার ১ বল খেলে ১১৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অরিক্ত দাস সর্বাধিক ৩৭ রান পায়। স্ফুলিঙ্গের তুষার সাহা ৩২ রানে ৫ টি উইকেট এবং বৈভব পাল ১৭ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পেলেও দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সাগর শর্মা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের শিরোপা।

নেটে পুরোদমে বল করছেন গ্রিন, পাঞ্জাব ম্যাচের আগে এল বড় আপডেট

টানা দুই ম্যাচে হেরে বেশ কিছুটা কোণঠাসা কেকেআর। তার উপর অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হচ্ছে ম্যানেজমেন্টকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, তাঁর বোলিং না করা। তবে তাঁকে নিয়ে অবশেষে নাইট শিবিরে স্বস্তির হাওয়া। কারণ শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে নেটে পুরোদমে বোলিং করতে দেখা গেল গ্রিনকে।

প্রথম দুই ম্যাচ বল করতে পারেননি গ্রিন। সেটাই টিমের ভারসাম্য একেবারে ঘেঁটে দিয়ে গিয়েছে। যার ফলে কেকেআরকে একজন বাড়তি বোলার খেলাতে হচ্ছে। সেটা করতে গিয়ে আবার ব্যাটিং গভীরতা অনেকটা কমে গিয়েছে। রাহানে জানিয়েছিলেন, প্রথম দু'টো-তিনটে ম্যাচে প্রায় সব টিমকেই কম্বিনেশন নিয়ে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়। একইসঙ্গে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, গ্রিন যতক্ষণ না বোলিং শুরু করছেন, ততক্ষণ এই সমস্যা নিয়েই চলতে হবে। তবে অনুশীলনে গ্রিন বল করায় কিছুটা হলেও উদ্বেগ কাটবে কেকেআরের।

এদিন প্রায় তিন ওভার মতো বল করেছেন গ্রিন। রিহ্যাবের পার্ট হিসাবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্দেশ মেনে বোলিং করেছেন তিনি। যা দেখে কোচিং স্টাফরা যথেষ্ট আশাবাদী। বিশেষ করে একজন পেস-বোলিং অলরাউন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে বোলিং লোড সামলানোই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেই দিকেই এখন ধাপে ধাপে এগোচ্ছেন গ্রিন।

সোমবার ঘরের মাঠে সামনে পাঞ্জাব কিংস। যারা গতবারের ফাইনালিস্ট। সেই ম্যাচে কি পাওয়া যাবে 'বোলার' গ্রিনকে? সূত্রের খবর, তাড়াহুড়ো না করে পরিকল্পিতভাবেই তাঁকে ম্যাচ ফিট করে তোলার চেষ্টা চলছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে ৯ এপ্রিল

রিটার্ন লীগে জয়ের হ্যাটট্রিক রানার্স খেতাব ব্লাডমাউথের ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। প্রথম লীগে পাঁচ উইকেট তো, ফিরতি লীগে আট উইকেট। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রত্যাশিতভাবেই ব্লাড মাউথ ক্লাব রিটার্ন লীগে আট উইকেটের ব্যবধানে হার্ভে ক্লাবকে পরাজিত করেছে। রিটার্ন লীগে জয়ের হ্যাটট্রিক হ্যাটট্রিক হয়েছে ব্লাডমাউথ ক্লাবের। দুরন্ত এ জয়ের সুবাদে এবারকার টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ৩০ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করে রানার্স খেতাব জিতে নিয়েছে। সকালে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ রিটার্ন লীগের ম্যাচ শুরুতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ৪৮ ওভার ৪ বল খেলে হার্ভে ক্লাব ২০৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে স্বরাব সাহানি সর্বাধিক ৪১ রান পায় ৩৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। ব্লাডমাউথের সঞ্জয় মজুমদার ৪২ রানে তিনটি এবং শ্রীদাম পাল ৩৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের অধিনায়ক তথা ওপেনার বিক্রম কুমার দাসের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বিক্রম ৮২ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছায়। সঙ্গে বিশাল ঘোষের ৭০ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিক্রম ও বিশালের ওপেনিং জুটির সংগৃহীত ১৬৭ রান দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। ২৬ ওভার ২ বল খেলে ব্লাড মাউথ ক্লাব ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। হার্ভের পান্থর দেববর্মা একাই দুটি উইকেট পেয়েছিল ৪৬ রানের বিনিময়ে। অধিনায়কচিত দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং সেঞ্চুরির সৌজন্যে বিক্রম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

হালান্ডের হ্যাটট্রিক, পেনাল্টি নষ্ট সালাহের, লিভারপুলকে গুঁড়িয়ে এফএ কাপের সেমিফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

চলতি মরসুম যত এগোচ্ছে তত সময়টা খারাপ হচ্ছে লিভারপুলের। শনিবার তারা এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উড়ে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে। পেপ গুয়ার্দিওলার দল জিতেছে ৪-০ ব্যবধানে। হ্যাটট্রিক করেছেন আর্লিং হালান্ড। পেনাল্টি নষ্ট করে এবং গোটা ম্যাচে খারাপ খেলে খলনায়ক মহম্মদ সালাহ।

শুরু থেকেই লিভারপুলের খেলা দেখে এক বারও মনে হয়নি স্কোরলাইন এত খারাপ হতে পারে। ম্যান সিটিকে যথেষ্ট চাপে রেখেছিল তারা। কিন্তু একটিও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ একটি ভাল সুযোগ নষ্ট করেন। মহম্মদ সালাহ এবং হুগো একিতিকের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

৩৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হালান্ড সিটিকে এগিয়ে দেওয়ার পর আর থামানো যায়নি সিটিকে। নিকো ও'রেইলিকে বক্সে ফেলে দিয়েছিলেন ভার্জিল ফান ডাইক। হালান্ডের পেনাল্টিতে এগিয়ে যায় সিটি। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে আঁতোয়া সেমেনিয়োর নিখুঁত ক্রস থেকে হেড করে ব্যবধান বাড়ান তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল করেন সেমেনিয়ো। এর পর সালাহ একটি পেনাল্টি নষ্ট করেন। লিভারপুলের প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় সম্ভাবনা ওখানেই শেষ হয়ে যায়। বাকি ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে সিটি। হালান্ড ৫৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন।

লিভারপুল ছাড়ার কথা ঘোষণা করার পর প্রথম বার খেলতে নেমেছিলেন সালাহ।

কিন্তু সমর্থকদের মনে থেকে যাওয়ার মতো খেলা খেলতে পারলেন না। গোটা লিভারপুল দলকেই খুব খারাপ লেগেছে দ্বিতীয়ার্ধে।

সিটিকে চাপে ফেলার মতো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। উল্টে সিটি কিছু সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত।

ভারতের সাদা বলের দলে ফিরতে মরিয়া পন্থ, দরকার একটি জায়গাতেই উন্নতি, বাতলে দিলেন নতুন 'গুরু' যুবরাজ

শেষ বার ভারতীয় দলের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলেছিলেন ২০২৪-এর অগস্টে। তার পর প্রায় দু'বছর হতে চলল। দলে থাকলেও প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি। সেই সুযোগ এ বার পেতে মরিয়া পন্থ। জানিয়েছেন যুবরাজ সিংহ। আইপিএলে অন্য পন্থকে দেখা যাবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। আইপিএল শুরুর আগে যুবরাজ সিংহের কাছে কিছু দিন অনুশীলন করেছিলেন পন্থ। তবে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সাফল্য পাননি। বাকি ম্যাচগুলিতে পন্থের বদলের আশা করছেন যুবরাজ। দু'বছর আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেছিলেন পন্থ। মোট তিনটি ম্যাচে সুযোগ পেয়ে ৫৭ করেছিলেন। গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকলেও প্রথম একাদশে ঠাঁই পাননি। যুবরাজ একটি চ্যানেলে বলেছেন, "পন্থ সব সময় নিজের ক্রিকেট এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং উন্নতি করতে চায়। ভাল খেলে সাদা বলের দলে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছে ও। যদি ওকে মানসিক ভাবে আর একটু চাঙ্গা করতে পারি তা হলে আরও ভাল জায়গায় থাকতে পারবে ঋষভ। এখনই ওকে অনেক চাঙ্গা মনে হচ্ছে। এই আইপিএলে অন্য পন্থকে দেখতে পাবেন।" সম্প্রতি ভারতের দুই তরুণ ক্রিকেটারের সঙ্গে কাজ করেছেন যুবরাজ। তাঁরা হলেন শুভমন গিল এবং সঞ্জু স্যামসন। শুভমন দুই ফরম্যাটের দলের নেতা হয়েছেন। সঞ্জু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন।

চোট সারিয়ে কামব্যাকেই জোড়া গোল রোনাল্ডোর, হাজারের মাইলফলক থেকে আর কত দূরে?

একেই বলে কামব্যাক। চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগালের হয়েও খেলতে পারেননি। অবশেষে আল নাসেরের হয়ে মাঠে ফিরেই জোড়া গোল। একদিকে সৌদি আরবের লিগ প্রথমবার জয়ের লক্ষ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন, অন্যদিকে ১০০০ গোলের মাইলফলক থেকেও আর বেশি দূরে নেই সিআর৭।

সৌদি প্রো লিগে আল নাসেরের হয়ে খেলার হয়ে সময় চোট পেয়ে ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে আর মাঠে নামতে পারেননি কিংবদন্তি ফুটবলার। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সময় তড়িঘড়ি স্পেনে চলে আসেন তিনি। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলে। মাঝে চোট কতটা গুরুতর, সেই নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল ভক্তদের মধ্যে। কারণ এবছরই বিশ্বকাপ। অবশেষে সব জল্পনা উড়িয়ে 'রাজা'র মতো কামব্যাক রোনাল্ডোর।

এদিন শুরু থেকে দলে ছিলেন রোনাল্ডো। আল নাসের জেতে ৫-২ গোলে। আবদুল্লা আল-হামদান একটি, সাদিও মানে ও রোনাল্ডো দুটি গোল করেন। ৫৬ মিনিটে পর্তুগিজ তারকার প্রথম গোলটি পেনাল্টি থেকে। তবে অনেকেরই বক্তব্য, রেফারি পেনাল্টি না দিলেও পারতেন। যদিও ৭৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি খাঁটি স্ট্রাইকারের মতো জায়গা খুঁজে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে। যে কাজটা বছরের পর বছর করে এসেছেন। এই নিয়ে রোনাল্ডোর মোট গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৬৬৭। অর্থাৎ ১০০০ গোলের কীর্তি থেকে আর মাত্র ৩৩ গোল দূরে। সেটাও সম্ভবত সময়ের অপেক্ষা।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে বিতর্ক! প্রকাশ্যে স্টোকস-ম্যাকালামের ঝামেলা, পরস্পরের দিকে অভিযোগ কোচ-অধিনায়কের

এক সময় তাঁদের ইংল্যান্ড ক্রিকেটের পুনর্জীবনের কাণ্ডারি মনে করা হত। পরের পর হারের জেরে সেই তকমা গিয়েছে আগেই। এ বার প্রকাশ্যে এল বেন স্টোকসের সঙ্গে কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের ঝামেলা। অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে লজ্জার নেপথ্যে এই ঝামেলাই দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখন সম্পর্ক ঠিকঠাক বলেই শোনা যাচ্ছে। স্টোকস এবং ম্যাকালাম দু'জনেই নিজেদের বদলাতে রাজি হয়েছে।

ইংল্যান্ডের দৈনিক 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর খবর অনুযায়ী, অ্যাশেজের পর একটি পর্যালোচনার বৈঠক হয়েছিল। সেখানেই উঠে আসে, স্টোকস এবং ম্যাকালামে একে অপরের প্রতি বিরক্ত। এমনকি অ্যাশেজে তাঁরা ঠিক করে নাকি কথাও বলেননি। স্টোকসের দাবি ছিল, বাজবল কী ভাবে আটকাতে হবে তা ধরে ফেলে বিপক্ষ দলগুলি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি এ বার বদলাতে হবে। ম্যাকালাম অভিযোগ করেছিলেন, স্টোকসের নেতৃত্বে কোনও ধারাবাহিকতা নেই। তিনি কোচের দর্শন মেনে চলতে চান না। ম্যাকালামের ধারণা, অ্যাশেজের মাঝে অধিনায়কের ভুল বার্তা পেয়ে দলের ক্রিকেটারেরা আরও বেশি ধন্দে পড়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের কাজটা কী সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা। এ কারণেই সিরিজে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি। স্টোকসের অভিযোগ, ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বরাবর ছোট করে দেখার চেষ্টা করেছেন ম্যাকালাম।

এই মুহূর্তে অবশ্য সবই শান্ত। অ্যাশেজের পর প্রকাশ্যে এসেছিল হ্যারি ব্রুকের মদ্যপান এবং বারে গিয়ে মারামারির ঘটনা। সেই ঘটনা যে ভাবে ম্যাকালাম সামলেছেন তার প্রশংসা করেছে ইংল্যান্ড বোর্ড। পাশাপাশি, ম্যাকালাম দলে গঠনগত পরিবর্তন আনতেও রাজি হয়েছে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 05-04-2026, 23:46

বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবস উপলক্ষে আগরতলায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: বিশ্ব হোমিওপ্যাথিক দিবসকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলায় আজ সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অতিরিক্ত মিশন ডাইরেক্টর নুপুর দেববর্মা। এরপর শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে।
এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
উদ্যোক্তাদের মতে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরতেই এ ধরনের শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

জহরনগরে নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: এতদিন জনজাতিদের অবহেলা করেছে মথা। বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষকে আর ঠকানো যাবে না। এডিসিতে এবার সরকার গড়বে বিজেপি। আজ ধলাই জেলার জহরনগরে আয়োজিত নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।
এই নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার প্রদেশ সভাপতি পরিমল দেববর্মা, প্রাক্তন সংসদ রেবতি ত্রিপুরা, দলের ধলাই জেলা সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা আমবাসা মন্ডল সভাপতি অজয় অধিকারী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোপাল সূত্রধর সহ জেলা ও প্রদেশ কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
খারাপ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও বিপুল সংখ্যক জনজাতি মানুষ দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথা শোনেন।
বিজেপি মানেই উন্নয়ন। জনজাতিদের সম্মান দিয়েছে বিজেপি সরকার। এডিসিতে বিজেপি সরকার গড়লে ভ্রষ্টাচার শেষ করে সেই টাকা দিয়ে জনগণের সেবায় কাজ করা হবে- এই বার্তা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই প্রকাশ্য সভায় জনজাতি অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন জনজাতিদের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি সরকারের শাসনকালেই হচ্ছে। অনেকে বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিপ্রামথাকে এক হাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা মোথা দল বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ করছে এবং পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছে। তিনি সকলের কাছে আবেদন রাখেন রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য। কেননা শান্তি ছাড়া কোনভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়ন শুধু বিজেপি সরকারই করছে। পূর্বতন সরকার গুলি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য কোন চিন্তা ভাবনা করেননি। তাই এবার এডিসিতে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনজাতিদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে। নির্বাচনী জনসভা থেকে ১০ কুলাই চাম্পাহওর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিমল দেববর্মাকে পদ্মচিনে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। কুলাই চাম্পাহাওর কেন্দ্রের প্রার্থী বিমল দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত এই সমাবেশে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত থেকে আগামী ১২ই এপ্রিল পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করার আহ্বান রাখেন তিনি।

রামনগরে চুরির ঘটনায় ৭ জন আটক উদ্ধার স্বর্ণালংকার ও মোবাইল

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় চুরির সঙ্গে জড়িত একটি বড় গ্যাংকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মোট ৭ জনকে আটক করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সদরের এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ এপ্রিল রামনগর ৪ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক সুভাষ চক্রবর্তী সেদিন সন্ধ্যায় একটি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান, বাড়ির গেট ও ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারি ভেঙে স্বর্ণালংকার, মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় তিনি আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করে তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে অভিযান চালিয়ে চুরির সঙ্গে জড়িত ৭ জনকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকারসহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে তোলা হয়েছে এবং তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশের ধারণা, রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত আরও বেশ কিছু চুরির ঘটনার তথ্য সামনে আসতে পারে।

নেতাজিনগর গুলিকাণ্ডে বড় সাফল্য, গোহাটি থেকে গ্রেপ্তার মাফিয়া নয়ন দেব

চড়িলাম, ৫ এপ্রিল: নেতাজিনগর ঠিকাদার বাড়িতে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর গুলি কাণ্ডের তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গোহাটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কুখ্যাত মাফিয়া নয়ন দেবকে। তবে এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত রণবীর দেবনাথ এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত নয়ন দেব দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, সে বিশালগড় থানাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল এবং একাধিক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যার হুমকিও দেয়।
এছাড়াও, বিজেপির যুবনেতা রাজেশ আচারজিকেও ফোনে বারবার প্রাণনাশের হুমকি দিত নয়ন দেব। তাকে দেখে নেওয়া হবে এবং হত্যা করা হবে বলে ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অনেকদিন ধরেই তার খোঁজে তৎপর ছিল।
পুলিশ আরও জানায়, নেতাজিনগরের গুলি কাণ্ডেও সরাসরি যুক্ত ছিল নয়ন দেব। ঘটনার পর থেকেই সে গা-ঢাকা দেয় এবং শেষমেশ গোহাটিতে আত্মগোপন করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।
অভিযুক্ত নয়ন দেবের বাড়ি মূলত নার্সিংহ এলাকায় হলেও বর্তমানে সে আমতলীতে বসবাস করছিল বলে জানা গেছে। তার বাবার নাম সুব্রত দেব। এদিকে, এই গুলি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রণবীর দেবনাথ এখনও পলাতক। তাকে ধরতে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক সাংবাদিকদের জানান, "খুব শীঘ্রই রণবীর দেবনাথকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছি।"
এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালেও পুলিশের এই সাফল্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বর্তমানে গ্রেপ্তার হওয়া নয়ন দেবকে ট্রানজিট রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে। তার কাছ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী দল।

নির্বাচন সামনে, নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে উত্তর ত্রিপুরায় ডিজিপি অনুরাগ ধনকর

ধর্মনগর, ৫ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচন ও ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। নির্বাচনের আগেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাঠে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন।
এই প্রেক্ষাপটে রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে আসেন ত্রিপুরার পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর। বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ধর্মনগরে পৌঁছে তিনি সরাসরি উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান। সেখানে উত্তর ও উনকোটিদুই জেলার শীর্ষ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, উনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধম্ভিকা আর সহ টিএসআর ও পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
সূত্রের খবর, বৈঠকে স্পর্শকাতর বুথগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার এবং অনুপ্রবেশ রোধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন ডিজিপি। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। এর আগে খোয়াই ও ধলাই জেলাতেও একই ধরনের বৈঠক করেন।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিজিপি জানান, এডিসি নির্বাচনের জন্য এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি, তবে ইতিমধ্যেই বাহিনী চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, ধর্মনগর উপনির্বাচনের জন্য রাজ্যে পর্যাপ্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মজুত রয়েছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।
সব মিলিয়ে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশ যে সম্পূর্ণ প্রস্তুতডিজিপির এই জেলা সফর সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সাংবাদিককে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ, লঘু ধারায় মামলা ঘিরে ক্ষোভ সংবাদ মহলে

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার কলমচৌড়া এলাকায় এক সাংবাদিকের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, হত্যার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনায় লঘু ধারায় মামলা নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সংবাদ মহল।
ঘটনাটি ঘটে গত ২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ উত্তর কলমচৌড়া থানাধীন চৌমুনি বাজার এলাকায়। আক্রান্ত ব্যক্তি প্রভাত ঘোষ, বক্সনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন।
অভিযোগ, এলাকার কুখ্যাত গাঁজা মাফিয়া ও নেশা কারবারি মন্টু ওরফে মানিক দাস আচমকাই লোহার রড দিয়ে প্রভাত ঘোষের মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথা ফেটে যায় এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিপ্লব সরকার দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন।
ঘটনার খবর পেয়ে অন্যান্য সাংবাদিকরা হাসপাতালে ছুটে যান এবং থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। রাতেই বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে পৌঁছে আহতের খোঁজখবর নেন।
পরদিন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুরজিৎ পাল, 'ভয়েস অফ মিডিয়া'-র সভাপতি কৌশিক অধিকারী সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা থানায় গিয়ে ওসির সঙ্গে কথা বলেন। অভিযোগ, এত গুরুতর হামলার পরও মামলাটি লঘু ধারায় নেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
সাংবাদিক প্রণব সরকার জানান, "মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণনাশের চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও কেন লঘু ধারায় মামলা নেওয়া হল, তা নিয়ে রহস্য রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা হবে।
এদিকে, ঘটনার পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের আশ্বাস থাকলেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় সংবাদ মহলে ক্ষোভ বাড়ছে। পুরো ঘটনায় কোনও গোপন যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাংবাদিকরা।

বামুটিয়া আরডি ব্লকের সংলগ্ন শ্মশানের বেহাল অবস্থা, ক্ষোভ জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল: বামুটিয়া আরডি ব্লকের সংলগ্ন শ্মশানটির বেহাল অবস্থা ঘিরে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। ২০২১ সালে নির্মিত এই শ্মশানটি দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।
নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কার বা উন্নয়নের কাজ না হওয়ায় শ্মশানের পরিকাঠামো দিনদিন ভেঙে পড়ছে। ভাঙাচোরা ছাউনি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।
এই শ্মশানটি তুফানিয়া লুঙ্গা, লক্ষী লুঙ্গা, রাঙ্গুটিয়া এবং বেড়িমুড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের একমাত্র ভরসা। প্রতিদিন বহু মানুষ তাঁদের প্রিয়জনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে এখানে আসেন। কিন্তু এমন সংবেদনশীল সময়েও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় বাড়ছে দুর্ভোগ।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে শ্মশান নির্মাণ ও উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, বামুটিয়ার এই শ্মশানটি সেই উন্নয়নের ধারার বাইরে রয়ে গেছে বলেই অভিযোগ উঠেছে।
অন্যদিকে, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসনের উদ্যোগে নিকটবর্তী এলাকায় আরেকটি শ্মশান নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও, তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।
স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ক্রমশ বাড়ছে।

কৈলাশহরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দোল উৎসব উদযাপন, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট পরিবেশ

কৈলাসহর, ৫ এপ্রিল: দোল উৎসব উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে আজ বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি উদযাপন করা হয়। কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে এই উৎসবের মূল আয়োজন করা হয়।
উৎসবের সূচনায় কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে এক বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। রঙিন আবহ, আবির এবং উৎসবের উচ্ছ্বাসে শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে দোলের আনন্দ।
এরপর কলাক্ষেত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, কাউন্সিলার শ্রীমতি মানসী ভট্টাচার্যী এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা অজয় দে।
শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার অংশগ্রহণে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় দোল উৎসবের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।
এই আয়োজনটি যৌথভাবে পরিচালনা করে জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর এবং কৈলাশহর পৌর পরিষদ।

কৈলাসহরে অভিযানে গিয়ে বাঁধার মুখে পুলিশ, গরু চুরির অভিযোগে অভিযুক্তের বাড়িতে উত্তেজনা

কৈলাসহর, ৫ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমার ইরানি থানার অন্তর্গত শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গরু চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, অভিযুক্ত ও তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশের কাজে বাধা দেয় এবং হামলার চেষ্টা করে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শ্রীনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা মুকিদ মিয়ার বিরুদ্ধে গরু চুরি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সেই সূত্র ধরে শনিবার দুপুরে ইরানি থানার ওসি বিরাজ দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার বাড়িতে যায়।
অভিযোগ, পুলিশের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রথমে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সরে আসে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে কৈলাশহর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে গরু চুরির ঘটনা ঘটছে। যদিও প্রথমদিকে পুলিশ তেমন সাফল্য পায়নি, তবে মার্চ মাসের শেষদিকে কয়েকটি অভিযানে গরু ও বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই সাফল্য নিয়ে ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনও করেন এবং তদন্তের অগ্রগতির কথা জানান।
তবে শ্রীনাথপুরের এই ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় এলাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি বলে জানা গেছে।

ধর্মনগরে আমরা বাঙালী দলের জনসংযোগ, প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাসের পক্ষে ভোটের আহ্বান

ধর্মনগর, ৫ এপ্রিল : আমরা বাঙালী দলের উদ্যোগে রবিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ রোড, কদমতলা স্ট্যান্ড, চন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা হয়।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র, ধর্মনগর কেন্দ্রের প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাস, রামকৃষ্ণ দেবনাথ, যুগ্ম ও প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ, ছাত্র ও যুব সচিব বিপ্লব দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।
জনসংযোগ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের নেতারা দাবি করেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ত্রিপুরায় বাঙালী সমাজ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা অভিযোগ করেন, ১৯৮০ সালের পর থেকে বহু বাঙালী খুন, ধর্ষণ ও উচ্ছেদের শিকার হয়েছে, কিন্তু এই বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক দলই যথাযথভাবে সরব হয়নি।
দলের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনজাতি ভোটের স্বার্থে তোষামুলক রাজনীতি করছে এবং বাঙালীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া, এনআরসি ও এসআইআর-এর মতো আইনকে বাঙালীবিরোধী আখ্যা দিয়ে এগুলির মাধ্যমে বাঙালীদের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন নেতারা।
এই প্রেক্ষিতে আমরা বাঙালী দলের নেতারা আসন্ন উপনির্বাচনে তাদের মনোনীত প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাসকে 'নৌকা' প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, বাঙালী জাতির অধিকার রক্ষায় গণআন্দোলন গড়ে তুলতেই এই ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খোয়াইয়ে ফের বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: খোয়াইয়ে আবারও রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গণকি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে চোরের দল হাত সাফাই চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
জানা যায়, আজ সকালে স্কুলের নিরাপত্তারক্ষী প্রতিদিনের মতো দায়িত্বে এসে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষের তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন, ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র ও নথিপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানান।
খবর পেয়ে বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।
বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চোরের দল বিদ্যালয়ের আলমারিতে থাকা প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। তবে আরও কিছু নথি বা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এই ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাতের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী সংকর ভট্টাচার্য প্রয়াত, শোক জ্ঞাপন কংগ্রেসের

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: ত্রিপুরা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী সংকর ভট্টাচার্য গতকাল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের আইনজীবী মহলসহ বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
রবিবার তাঁর মরদেহ আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে নিয়ে আসা হলে সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সংকর ভট্টাচার্য ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের লিগেল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ডিপার্টমেন্টের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন,

নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু ১৫ বছরের কিশোরেব

শান্তিরবাজার, ৫ এপ্রিল: বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হলো না ১৫ বছরের কিশোর শুভম দাসের। শান্তিরবাজারের মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির সংলগ্ন নদীতে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিকভাবে ডুবে মৃত্যু হয় তার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে।জানা গেছে, গঞ্জারটিলার বাসিন্দা বিমল দাসের পুত্র শুভম দাস তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে করে মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির দর্শনে গিয়েছিল। মন্দির দর্শন শেষে তারা দু'জন মিলে পাশের নদীতে স্নান করতে নামে। স্নানের সময় আচমকাই নদীর গভীর জলে তলিয়ে যায় শুভম। তার বন্ধুর চিৎকারে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় শান্তিরবাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas